চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 November, 2019 ■ আগরতলা, ১২ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৫ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চমকপ্রদ মোড় মহারাষ্ট্রে

শিবসেনার সময় শেষ, এনসিপিকে সরকার গঠনের ডাক রাজ্যপালের

মুম্বই, ১১ নভেম্বর।। শেষ হবে হবে করেও ইতি হল না। আচমকাই চমকপ্রদ মোড় নিল মহারাষ্ট্র নাটকে। শিবসেনার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এ বার এনসিপি-কে সরকার গঠনের জন্য ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল। সেই মতো রাজভবনে দাবি জানিয়ে এসেছেন শরদ পওয়ারের দলের নেতারা। সরকার গঠনের জন্য এনসিপি-কে ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কেন এমন পরিস্থিতি? রাজভবন সূত্রে খবর, শিবসেনাকে সরকার গঠনের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়কের সমর্থনের চিঠি পেশ করতে না পারার কারণেই এনসিপি-কে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল ভগৎ সিংহ কোশিয়ারি।

শিবসেনা-এনসিপি জোটকে সরকার গঠনে বাইরে থেকে সমর্থনের কথা জানালেও শিবসেনাকে সমর্থনের চিঠি দেয়নি

রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে এনসিপি নেতৃত্ব।

কংগ্রেস। তাই সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে আরও সময় চায় শিবসেনা। কিন্তু সেই সময় দিতে রাজি হননি রাজ্যপাল। ২৪ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেই এ দিন রাতে এনসিপি-কে সরকার গঠনের জন্য ডেকে পাঠান তিনি।

শিবসেনা নেতা অজিত পওয়ার জানিয়েছেন, রাত সাড়ে আটটায় রাজ্যপাল তাঁদের ফোন করে দেখা করতে বলেন। অজিত পওয়ার ছাড়াও পরে রাজভবনে যান ছগন ভূজবল, জয়ন্ত পাতিল। রাজভবন থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত পাতিল বলেন, "তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আমাদের সরকার গঠনের জন্য ডেকেছিলেন রাজ্যপাল। আমরা সময় চেয়েছি। মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমাদের সময় দিয়েছেন রাজ্যপাল। এ বিষয়ে শরিক ও সহযোগী দলের সঙ্গে আমরা কথা বলব।"

শিবসেনা ও এনসিপি জোট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে কংগ্রেস সোমবার সন্ধ্যার দিকে এই ঘোষণা হতেই মনে হয়েছিল, ২ সপ্তাহেরও বেশি সময়ের সঙ্ঘাত, দড়ি টানাটানি পরতে পরতে রঙ বদলানো মরাঠা ভূমিতে রাজনৈতিক সঙ্কটের অবসান ঘটতে চলেছে! কিন্তু সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হতেই ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঘোষণা করা সত্ত্বেও শিবসেনাকে সমর্থনের চিঠি দেয়নি কংগ্রেস। চিঠি দেননি শরদ পওয়ারও। কংগ্রেসের তরফে দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য মল্লিকার্জুন খড়্গে জানিয়েছিলেন "আগামিকাল (মঙ্গলবার) আমরা ফের এনসিপির সঙ্গে কথা বলব।"

অন্য দিকে সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল ভগৎ সিংহ কোশিয়ারির সঙ্গে দেখা করেন শিবসেনার বিধায়করা। নেতৃত্বে ছিলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক মেনেজার হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের জামিনের আর্জি নাকচ আদলতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ব্যাঙ্ক মেনেজার বুধিসত্ব দাস হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয় আদালত। সোমবার অতিরিক্ত সেশান জজ গোবিন্দ দাস জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। সেই সাথে নির্দেশ দিয়েছেন অভিযুক্তদের জেল হেপাজতে পাঠানোর। আগামী ১৮ ডিসেম্বর আসামীদের জন্য চার্জ গঠনের তারিখ ধার্য্য করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধিসত্ব হত্যা মামলাটি ঘটে আগরতলা শহরের জেকশন গেইটের সামনে। বুধিসত্ব দাস ছিলেন একটি ব্যাঙ্কের মেনেজার। গত ২রা আগস্ট তিনি আগরতলায় নিজ বাড়িতে আসেন ধর্মনগর থেকে। পরদিন রাত প্রায় বারোটা নাগাদ তিনি বাড়িতে না ফেরায় তাঁর মা মোবাইলে কল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীকে চার দিনের পুলিশ রিমান্ড

● লাকআপে রাখা যাবেনা ● আলো বাতাস আছে এমন ঘরে রাখতে হবে ● বিছানা/পানীয় জল/খাবার ● শৌচালয় থাকতে হবে কাছাকাছি ● প্রতিদিন চিকিৎসকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রধান অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভায় বিরোধী সি পি আই এম- এর উপনেতা বাদল চৌধুরীকে আজ আদালতে তোলা হলে তাঁকে ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড এবং ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দায়রা আদালতের বিচারক। তবে পুলিশ রিমান্ডকালীন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। ওই শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হলে তাঁকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই আলাদা ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। এদিকে, অপর অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককেও আদালত ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

সোমবার বাদল চৌধুরীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

এদিন আদালত বাদল চৌধুরীকে চারদিনের পুলিশ রিমান্ড এবং ওই রিমান্ড শেষে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। অবশ্য পুলিশকে রিমান্ডের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা মাথায় রেখে তাঁকে কোনও লকআপে রেখে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন তাঁকে অন্য কোনও স্থান কিংবা নির্দিষ্ট একটি ঘর যেখানে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং তাকে বিছানা ও পর্যাপ্ত পানীয় জল ও খাবারের সুবিধা বন্দোবস্ত করতে হবে। পাশাপাশি, তাঁকে যেখানে রাখা হবে তার কাছাকাছি স্থানে শৌচালয় থাকতে হবে। যাতে তাঁকে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বেশি হাঁটতে না হয়। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ রিমান্ড ও জেল হাজতে থাকাকালীন বাদল চৌধুরীকে প্রতিদিন চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়া তাঁকে সুস্থ রাখার সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্যও আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে এ সমস্ত আয়োজন বন্দোবস্ত করে আদালতকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন দায়রা আদালতের বিচারক। এই আয়োজন না হওয়া পর্যন্ত বাদল চৌধুরী জেল হেফাজতে থাকবেন বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অবশ্য, যদি পুলিশ রিমান্ডে ওই সমস্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আলাদা ঘরে বাদল চৌধুরীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে আদালত মঞ্জুর করেছে। তবে আগামী ২২ নভেম্বর পুনরায় বাদল চৌধুরীকে আদালতে হাজিরার প্রয়োজন নেই বলে দায়রা আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, ওইদিন বাদল চৌধুরীকে সংশোধনাগারেই ভিডিও কনফারেন্সিঙে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দায়রা আদালত কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সংশোধানাগারের সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককেও আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। তাঁকেও ওইদিন ভিডিও কনফারেন্সিঙে হাজির করার জন্য নির্দেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকা ফেটে উল্টে গেল বুলেরো, অল্পতে বাঁচলেন চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যজুড়ে যান দুর্ঘটনা ক্রমশ যেন বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এই যান দুর্ঘটনার ফলে অকালে ঝড়ে যাচ্ছে বহু প্রাণ। অকালে খালি হয়ে যাচ্ছে বহু মায়ের কোল। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও যান দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। ব্যতিক্রম হয়নি সোমবারও। এইদিন খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের গুংরাইছড়াতে রাস্তার উপর উল্টে যায় চাল বোঝাই বুলেরো গাড়ি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন তেলিয়ামুড়া থেকে চালের বস্তা নিয়ে পণ্যবাহী বুলেরো গাড়িটি খোয়াই-এর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের গুংরাইছড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আসতেই গাড়িটির একটি চাকা ফেটে যায়। এতেই ঘটে বিপত্তি। গাড়িটি রাস্তার উপর উল্টে যায়। যদিও এতে কোন হতাহতের খবর নেই। তবে অল্পেতে রক্ষা পায় গাড়ির চালক। স্থানীয় লোকজন ও গাড়ির চালক জানায় গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে এইদিন ঘটনাস্থলে যদি লোকজন থাকতো তাহলে বড় ধরনের কোন অঘটন ঘটতে পারতো। এইদিকে যান দুর্ঘটনার খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি হাতে সাগরমহল, মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। পর্যটনক্ষেত্রের বিকাশে সাগরমহল বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে এক মউ স্বাক্ষর করেছে।

ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং হোটেল পোলো টাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড শিলং-এর মধ্যে আজ মেলাঘর সাগরমহল পর্যটক নিবাসে এক মউ-স্বাক্ষর হয়েছে। মউ অনুযায়ী আগামী ১০ বছরের জন্য সাগরমহল পর্যটক নিবাসকে হোটেল পোলো টাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিন মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, বিদেশি পর্যটকদের চাহিদার কথা চিন্তা করে থ্রি স্টার হোটেলের আদলে পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরার জন্যই এই প্রয়াস। তাঁর কথায়, পর্যটকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিটি জনগণের।

অনুষ্ঠান শেষে পর্যটনমন্ত্রী সিংহরায় নীরমহল মেরামতির কাজ পরিদর্শন করেন এবং নীরমহলের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড পুনরায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অশোক সিঙ্ঘালকে ভারত রত্ন দিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপ রায় বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘালকে ভারত রত্ন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সোমবার প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সুদীপ রায় বর্মন উল্লেখ করেন, প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘাল ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। তাঁর যে সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল তা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। রাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কালচ্যারেল হাব তৈরির উদ্যোগ বইমেলার প্রস্তুতি সভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। রাজ্যে কালচ্যালের হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল উপকৃত হবে। সোমবার বইমেলার প্রস্তুতিসভায় এ-কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, বইমেলায় সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হোক চেয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বইমেলার সার্থকতা হলো বই পিপাসুদের সার্বিক অংশগ্রহণ। পাঠকের সংখ্যা যত বাড়বে সমাজ ততই সমৃদ্ধ হবে। তাই বইমেলায় সমাজের প্রত্যেক অংশের মানুষের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে হবে, চাইছেন তিনি। এদিন সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হবে ৩৮তম আগরতলা বইমেলা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সভায় আলোচনা করতে গিয়ে এবারের বইমেলা হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বারোদিনব্যাপী এই মেলা চলবে ৭ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে মেলা। এবারের বইমেলায় ১৫২টি স্টল খোলা হবে। তাছাড়া ১২টি বিভিন্ন বিষয়ে দেওয়া হবে পুরস্কারও। প্রস্তুতি সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলায় লোক সমাগম বৃদ্ধি করতে সারা রাজ্যে বইমেলার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বইমেলায় রাজ্যের ৮টি জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য সভায় পরামর্শ দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য পূর্বের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে। তাঁর মতে, বইমেলাকে নিয়ে কখনোই রাজনীতি করা উচিত নয়। তাই, বইমেলায় বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত, পরামর্শ দেন তিনি। বইমেলায় কি ধরনের বই বিক্রি করা হবে তার উপরও আয়োজকদের নজর রাখার জন্যও পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কালচার্যাল হাব নেই। রাজ্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের হাব তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের সংস্কৃতির বিকাশে কাজ হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশু বলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সন্তুষ্ট জমাতিয়া হদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। মাস খানেক পূর্বে রাজ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পশু বলি প্রথা বন্ধে উচ্চ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিলো তার বিরোধিতা ও এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকার ও জমাতিয়া হদা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিলেন।

ওই আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। সোমবার কিল্লায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জমাতিয়া হদা সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। এদিন জমাতিয়া হদা অক্রার পক্ষে পদ্মলীলা জমাতিয়া বলেন মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছে তাতে খুশি জমাতিয়া হদা।

এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হদা অক্রা পদ্মলীলা জমাতিয়া ছাড়াও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিবস্ত্র মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ নভেম্বর।। পচা গলা উলঙ্গ অবস্থায় গভীর জঙ্গল থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধ্য বজেন্দ্র নগর এলাকায়। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহটি উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে মর্গে নিয়ে এসেছে।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকার গভীর জঙ্গলে গরু চড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তি একটি খালের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখতে পান। তড়িঘড়ি গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানাকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর ও কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।পুলিশ মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকায় গভীর জঙ্গলে গিয়ে পচা গলা উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকা অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসেন।

কিন্তু ঘটনার খবর চাউর হতেই ঘন জঙ্গলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহটি প্রত্যক্ষ করতে আশপাশ এলাকার লোকজন জড়ো হন।আশপাশ এলাকার জনগণের দাবি, মধ্য বজেন্দ্র নগর এলাকায় এই গভীর জঙ্গলে কোন মানুষের বসবাস নেই। সুতরাং কেউ বা কারা ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিকে হত্যা করে এই গভীর জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৌরনগরে পানীয় জলের দাবীতে পঞ্চায়েত অফিসে তালা উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ নভেম্বর।। গৌরনগর ব্লকের ইছবপুর পঞ্চায়েতে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলেছে। রাববার আবেদন নিবেদন করেও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে না গ্রামবাসী। প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হলেও তৃষ্ণা মেটানোর জল পাচ্ছেন না তারা। সে কারণেই সোমবার পঞ্চয়েত অফিসে পঞ্চায়েত সচিবকে তালাবন্দি করে রেখে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন গ্রামবাসী।

কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা পানীয় জলের দাবিতে পঞ্চায়েত সচিবকে অফিসের ভিতরে রেখে পঞ্চায়েত অফিস তালাবন্দি করে দেয় সকাল এগারোটায়। এগারো আসন বিশিষ্ট ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আটজন সদস্য হলো বিজেপি দলের এবং তিনজন সদস্য হলো

কংগ্রেস দলের। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানান। গ্রামবাসীরা কয়েকবার পঞ্চায়েত সচিব, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানালেও কোনো হেলদোল নেই। উল্টো পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নবেন্দু দেব গ্রামের মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ করছে এমনকি গ্রামের মহিলাদের পুলিশের হুমকিও দিয়েছেন।

এছাড়াও উপপ্রধান নবেন্দু দেব গ্রামের মহিলাদের বলে যে, কিছু হলেই পঞ্চায়েত অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। গত দুর্গাপূজার পরে গ্রামের মহিলারা পঞ্চায়েত অফিস তালাবান্দি করেছিল পানীয় জলের দাবিতে। যদিও সেই সময় মহিলাদের বলা হয়েছিল কালীপুজোর পরই সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু আজ অব্দি হয়নি। অথচ এই পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট একটি থাকার পরও নিজ পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল না দিয়ে পাশ্ববর্তী ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে অবৈধভাবে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা আরোও বলেন যে, উপপ্রধান নবেন্দু দেব প্রকাশ্যেই বলেছন যে, কংগ্রেসী এলাকায় জল দেওয়া যাবে না। পঞ্চায়েত অফিস তালাবন্দির খবর পেয়ে পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের সদস্য জয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাল্যান্ডের দাবী নিয়ে দিল্লীতে ধর্ণা দিতে যাচ্ছে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। আইপিএফটি পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২৮ নভেম্বর পার্টির নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি ত্রিপুরা থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রার করবেন। ২রা ডিসেম্বর দিল্লীর যন্তর মন্তরে ধর্ণা আন্দোলন সংগঠিত করবে আইপিএফটি।

সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়ে দলের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা বলেন, এর জন্য রেলে ৩টি সংরক্ষিত কামরা বুক করা হয়েছে। রেলপথ

ছাড়াও প্রতিনিধিদের কিছু অংশ বিমান যোগেও দিল্লীতে যাবেন। সারা দেশের দিল্লী সহ বিভিন্ন মহানগরে বসবাসকারী পার্টির সদস্য সমর্থকগনও আগামী ২ রা ডিসেম্বর নতুন দিল্লী যন্তর মন্তরে অনুষ্ঠিতব্য এই আন্দোলনে সামিল হবেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩৫ ◻ ১২ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ২৪ কার্তিক ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মহারাষ্ট্রের মহারণ

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়া দড়ি টানাটানির জেরে বিজেপি-শিবসেনা জোট কার্য্যত ভাঙ্গিয়া গেল। এনডিএ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে শিবসেনা। শিবসেনার মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়া দুই দলের মধুচন্দ্রিমায় এইভাবে গাঢ় অন্ধকার নামিয়া আসিবে তাহা প্রশ্ন উঠিয়াছে। রবিবারই বিজেপি রাজ্যপালকে সরকার গঠনের অসমর্থের কথা জানাইয়া দিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়া ৫০-৫০ ফর্মূলা হইতে শিবসেনা না সরিবার সিদ্ধান্ত মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণটি পাল্টাইয়া দিয়াছে। বিজেপি জাতীয় বৃহত্তম দল। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল। লিখিত কোনও চুক্তি হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। শিবসেনা স্পষ্ট বলিয়াছে জোট হইয়াছে ৫০-৫০ শর্তে। এইবার আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হইবে শিবসেনা হইতে এবং পরবর্তী আড়াই বছর মুখ্যমন্ত্রী হইবে বিজেপি হইতে। কিন্তু বিজেপি স্পষ্ট জানাইয়াছে যে, ৫০-৫০ ফর্মূলা নিয়া কোনও মৌখিক চুক্তি হয় নাই। কিন্তু শিবসেনা এই ফর্মূলায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়া আছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইয়া বিজেপি সরকার গড়িতে না পারার ঘটনা দেশের রাজনীতির ইতিহাসে অনেকটাই ব্যতিক্রমী। কারণ দল ভাঙ্গাইয়া সরকার গড়িবার নজীর তো আছে। কর্ণাটক, মেঘালয়ে বিজেপি কিভাবে সরকার গড়িয়াছে সেই ঘটনা তো আছেই। কিন্তু মহারাষ্ট্রে বিজেপি সেই পথের অনুসারী না হইবার ঘটনাও রাজনৈতিক মহলকে বিস্মিত করিয়াছে। ঘোড়া কেনাবেচা না করিয়া সরকার গঠনে বিজেপি সুযোগ না নিয়া জনমনে দলের ভাবমূর্তি উজ্জল করিয়াছে। কারণ, মহারাষ্ট্রে এনসিপি ও কংগ্রেস ভাল ফল করিয়াছে। বিজেপি নিশ্চয়ই ভোটারদের মতিগতি বুঝিতে পারিতেছে। ঘোড়া কেনাবেচার ঘটনা ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসকে কলংকিত করিয়াছে। দেশব্যাপী বিজেপির জয়যাত্রায় যে ছন্দপতন হইতেছে তাহা তো মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা ভোট ফল বলিয়া দিয়াছে। মহারাষ্ট্রে ত্রিদলীয় সরকার কতখানি মজবুত হইবে তাহা নিয়া সংশয় সন্দেহ থাকিতে পারে। শিবসেনা দুই দল কংগ্রেস ও এনসিপির দাবী দাওয়াও মিটাইতে হইতেছে। কংগ্রেস -এনসিপি দুজনই উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবিও তুলিয়াছে। অন্যদিকে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদও দাবী করিয়াছে কংগ্রেস। একথা সত্যি যে, কংগ্রেস ও এনসিপি ও শিবসেনার মধ্যে মতাদর্শগত ফারাক যথেষ্ট। এই অবস্থায় সমঝোতার ভিত্তিতেই সরকার গঠনের উদ্যোগ। বিজেপি আটকাইবার নামে ক্ষমতা দখলের এই সুযোগ কংগ্রেস এনসিপি পুরো মাত্রায় কাজে লাগাইতে হয়তো সচেষ্ট হইবে। একথা তো ঠিক, কংগ্রেস ও এনসিপি দীর্ঘদিন ধরিয়াই ক্ষমতার বাহিরে। মহারাষ্ট্রে এমন নাটকীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন হইবে তাহা তো আসলে কাকতালীয়। ইহাকেই বোধহয় বলে রাজনৈতিক ভাগ্য। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। শিবসেনা হইতে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিবার পরই নতুন রাজনৈতিক খেলা দেখা যাইতে পারে। জোট রাজনীতি অনেক বেশী কঠিন। শিবসেনা দুই শরিক দলকে নিয়া মসৃণভাবে সরকার চালাইতে যাওয়াটাই বড় কথা। এক্ষেত্রে তিন দলের বোঝপড়া অনেক বেশী জরুরী। শিবসেনার নেতৃত্বে তিন দলীয় জোট সরকার চালানোও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতাসীন হইয়া জনকল্যাণে জোর কর্মসূচী নিতে হইবে। যদি নয়া সরকার শরিকি সংঘর্ষে জড়াইয়া যায় তাহা হইলে বিপদ বাড়িবেই। কারণ বিজেপি মুখ বুজিয়া থাকিবে না। রাজনীতির লক্ষ্য নিশ্চয়ই একটা আছে। আগামীদিনে নবগঠিত সরকার কতখানি শক্তিশালী হইবে, জনগণের আশা আঙ্খাকা পূরণে সফল হইবে। বিজেপি তাহার রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করিবে না এমন নিশ্চয়তা কি আছে? তখন দেখিতে হইবে মহারাষ্ট্রের ভাগ্য কোন পথে আগাইয়া যাইবে।

পরপর চার-দিন মহার্ঘ্য পেট্রোল ডিজেলের দর খানিকটা সস্তা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): আবারও স্বস্তি-অস্বস্তি দুইই পেল মধ্যবিত্ত। ফের বাড়ল পেট্রোলের দাম, তবে ডিজেলের দাম এক ধাক্কায় খানিকটা কমল। ডিজেলের দর আবারও কমায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ। তবে, অস্বস্তিতে ফেলেছে পেট্রোল। সাধারণ মানুষের অস্বস্তি বাড়িয়ে সোমবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে পেট্রোল-এর দর। কলকাতায় সোমবার ০.১৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৫.৯১ টাকা। কলকাতা-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম এদিন অনেকটাই কমেছে। ০.০৬ পয়সা দাম কমার পর কলকাতায় ডিজেলের দাম এখন লিটারে ৬৮.২৬ টাকা।
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, সোমবার পেট্রোল-এর দাম বেড়েছে দিল্লি এবং মুম্বইতেঊ দিল্লিতে ০.১৫ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৩.২০ টাকা প্রতি লিটার। ০.০৬ পয়সা দাম কমার পর দিল্লিতে ডিজেলের দাম এখন ৬৫.৮৫ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.১৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.০৬ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-এর নতুন দাম ৭৮.৮৭ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দাম ৬৯.০৭ টাকা প্রতি লিটার। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে পরপর চার-দিন দেশজুড়ে বাড়ল পেট্রোলের দাম। পেট্রোলের দাম বাড়ায় রীতিমতো অস্বস্তিতে আমজনতা।

জমি-জটে আটকে রেল সেতুর উদ্বোধন, মুর্শিদাবাদে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বছর আটেক আগে তৈরি হলেও, জমি-জটে আটকে রয়েছে আজিমগঞ্জ-নসিপুর রেল সেতুর উদ্বোধনঊ রেতু সেতু উদ্বোধন না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়েই রেললাইন পারাপর করতে হয় সাধারণ মানুষকেঊ ওই সেতু অবিলম্বে চালু করার দাবিতে সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের কাছে বিডিও অফিস মোড়ে দীর্ঘক্ষণ রেল অবরোধ করল রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনঊ রেল অবরোধে সামিল হন রেল যাত্রীরাওঊ সাত সকালে অবরোধের জেরে প্রায় ২০ মিনিট আটকে থাকে ভাগীরথী এক্সপ্রেস।
আজিমগঞ্জ-নসিপুর রেল সেতু চালু করার দাবিতে রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিল রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশনঊ সোমবার সকাল ছ'টা থেকে মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের কাছে বিডিও অফিস মোড়ে শুরু হয় রেল অবরোধঊ প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলতে থাকে রেল অবরোধঊ রেল অবরোধের জেরে প্রায় ২০ মিনিট ধরে আটকে থাকে ভাগীরথী এক্সপ্রেসঊ পরে রেল পুলিশ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি বুলবুল

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রাঙ্গনে এই মুহূর্তে খুশির মেজাজ। কারণ সেখানেই যে জন্ম নিয়েছে বুলবুল। সাঙ্গাই হরিণ শাবকের নাম হল বুলবুল। মহাপ্রলয় বুলবুলের সময়ে এর জন্ম হয়েছে চিড়িয়াখানায়।
রাজ্যে বুলবুল যেদিন আছড়ে পড়েছিল সেদিনই চিড়িয়াখানায় জন্ম হয় এই ছোট্ট সাঙ্গাই হরিণের। ফলে ঝড়ের নামেই হরিণছানার নামকরণ করেছেন আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। চিড়িয়াখানার তরফ থেকে জানানো হয় বুলবুল পুরোপুরি সুস্থ। এই সদ্যোজাত শাবককে নিয়ে চিড়িয়াখানায় সাঙ্গাই হরিণের সংখ্যা বর্তমানে ১৮। সোমবার দুপুরে চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস কুমার সামন্ত 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "বুলবুল ভাল আছে। মায়ের আশপাশেই ঘুরছে।"
বুলবুলের জন্মের আগে চিড়িয়াখানার জন্য আগাম সতর্কতা হিসাবে ৩০ জনের একটি বিশেষ দল তৈরি রেখেছিল কর্তৃপক্ষ। যার মধ্যে ছিলেন পশু চিকিৎসক, পশুরক্ষকরা।

নিঃসন্তান হওয়ার দুঃখ ও রূপকথার গল্প

দেবর্ষি সারগী

প্রাচীনকালে নিঃসন্তান হওয়ার দুঃখ সবচেয়ে বেশি পেতেন রাজারা। রূপকথার অনেক গল্পই সন্তানহীন রাজার দুঃখ নিয়ে। গল্পগুলো শুরুই হত এভাবে, এক দেশে এক রাজা ছিলেন। ধনদৌলত, রূপাসি রানি, অনুগত প্রজা ও রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা--- কিছুরই অভাব ছিল না। তবু তার মনে শান্তি নেই। কারণ, তার কোনও পুত্র নেই। যা লক্ষণীয়, রাজার কষ্ট পুত্রসন্তান নেই বলে। কারণ পুত্রই তো তার অবর্তমানে রাজা হবে। নইলে তো এত ঐশ্বর্য, এত বৈভব, সোনার সিংহাসন সবই বিফলে যাবে। এ যুগে পুত্রসন্তানের জন্য একই রকম ক্ষুধা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে। কারণ ওই একই. ধনী ব্যক্তিভাবে তার অবর্থমানে তার এত ধনসম্পদ কে ভোগ করবে। আরও যা লক্ষণীয়, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত একাধিক পুত্র জন্মায়। একমাত্র পুত্র যদি উচ্ছন্নে যায়? সম্পদ উড়িয়ে দেয়? তবে খুব গরিবরাও একাধিক পুত্রসন্তান চায়। সবাই মিলে পরিশ্রম করলে পরিবারে রোজগার বাড়বে। পুত্রসন্তান এবং একের বেশি পুত্র চায় খুব ধনীরা আর খুব গরিবরা।

এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোভাব একটু আলাদা। এরা সাধারণত একটিই সন্তান চায়— ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন। সন্তানহীনতাও এরা খুব ধনী বা খুব গরিবদের চেয়ে সহজভাবে মেনে নেয়। স্ত্রী না মানতে পারলেও স্বামী মেনে নেয় নারীর ভিতর সন্তান ক্ষুধা ওদের শরীরের রক্তমাংস, হৃদস্পন্দনের মতোই অবিচ্ছেদ্য। ঋতুমতী হওয়া কিংবা সন্তানের দুগ্ধ? অবশ্য পুরুষের শুক্রাণু ও সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। প্রতিটি শুক্রাণুই তো এক একটি সম্ভাব্য সন্তান। কিন্তু পুরুষ ওদের যৌন সুখের জন্য তা হেলায় নষ্ট করতে, মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। এদিক থেকে দেখলে প্রতিটি পুরুষই সবচেয়ে বেশি মানব হন্তারক। অপর দিকে মেয়েরা বুকের দুধ এরকম হেলায় নষ্ট করতে পারে না, কারণ সন্তান জন্মালে তবেই ওদের বুকে দুধ জন্মায়। যা হোক, পাশাপাশি এটা সত্যি যে এ যুগে কিছু উচ্চশিক্ষিত ও কর্মরত মহিলা মা হতে চায় না। একা থাকা পছন্দ করে। কিংবা বিয়ে করে এই শর্তে যে, সন্তানর জন্ম দেয়া চলবে না। সব মিলিয়ে এটা তো ঘটনা, যে আধুনিক মানুষের ভিতর সন্তানক্ষুধা সার্বিকভাবে কমছে। নইলে আগে যেখানে াধিকাংশ পরিবারে গড়ে পাঁচ সাতজন করে ছেলেমেয়ে জন্মাত, সেক্ষেত্রে এ যুগে তার সংখ্য এক বা দুয়ে সীমিত হয়ে পড়ছে কেন? রামকৃষ্ণ বেশি ছেলেপুলের জন্ম দিতে বারণ করতেন, কারণ তাহলে লালনপালন করতেই জীবন কেটে যাবেষ ঈশ্বরের কথা অর মনে থাকবে না। তার উপদেশ তখন কেউ শোনেনি। এখন রামকৃষ্ণ আর বলছেন না। কিন্তু লোকে নিজেই নিজেকে উপদেশটা শোনাচ্ছে। পাশাপাশি নিঃসন্তান দম্পতির স ংখ্যাও এ যুগে বাড়ছে। এদের ভেতর কেউ কেউ মেনে নিচ্ছে সন্তানহীনতা। কে্ কেউ সন্তান দত্তক নিচ্ছে । দত্তক নেয়া হয় সাধারণত দুরের অচেনা কোন গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েকে। সাধারণত প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। অর্থাৎ নবজাতক বা নজবাচিকাকে কিনে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে অনেক স ময় মুশকিলটা হয়— বড় হয়ে ওই ছেলে বা মেয়ে যখন জানতে পারে ওদের আসল বাবা মা এরা নয়, তখন তারা আসল বাবা মার প্রতি তীব্র অভিমানী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ পালনকারী বাবা মাকে ছেড়ে আসল বাবা মাকে খুঁজতেও বেরিয়ে পড়ে। গত মার্চ মাসে সংবাদপত্রে এরকমই একটা করুণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে জন্মানো নিজের শিশু পুত্রকে জনৈক বাঙালি মা মাদার টেরিসার আশ্রমে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। জননীর নাম পুষ্পা। শিশুটিকে দত্তক নেয় একজার্মান দম্পত্যি এবং জার্মানিতে তাকে বড় করে তুলে। অনেক পরে, যুবক হওয়ার পর, ছেলেটি জানতে পারে সে কলকাতায় জন্মানো এক পরিত্যক্ত শিশু ছিল। এরপর সে প্রতি বছর প্রেমিকাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং ধর্মতলা, রয়েড স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, সদর স্টিরটের অলিগতিতে খুঁজে বেড়ায় পুষ্পা নামে কোনও নারীকে, যে কিনা তার জননী ছিঢ়, তা মা ছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে তারা কেউ পুষ্পাকে চিনত কিনা। কেউ চিনতে পারে না। হতাশ, দুঃখী অভিমীনী যুবকটি এভাবে মাকে খুঁজে চলে।ঋতুমতী হওয়া কিংবা সন্তানের দুগ্ধ? অবশ্য পুরুষের শুক্রাণু ও সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। প্রতিটি শুক্রাণুই তো এক একটি সম্ভাব্য সন্তান। কিন্তু পুরুষ ওদের যৌন সুখের জন্য তা হেলায় নষ্ট করতে, মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। এদিক থেকে দেখলে প্রতিটি পুরুষই সবচেয়ে বেশি মানব হন্তারক। অপর দিকে মেয়েরা বুকের দুধ এরকম হেলায় নষ্ট করতে পারে না, কারণ সন্তান জন্মালে তবেই ওদের বুকে দুধ জন্মায়। যা হোক, পাশাপাশি এটা সত্যি যে এ যুগে কিছু উচ্চশিক্ষিত ও কর্মরত মহিলা মা হতে চায় না। একা থাকা পছন্দ করে। সজল নয়নে নিজেকে অভিশাপ দেয়, মাকে অভিশাপ দেয়, ঈশ্বরকে অভিশাপ দে। পরের ব ছর আবার আসবে বলে ফিরে যায় জার্মানিতে। শিক্ষিত শ্রেণর মধ্যে এখন সাধারণেত একটিই সন্তান হওয়ার জন্য আরও একটা ভংয়কর ট্র্যাজেটির আশঙ্কা বাবা মায়ের মনে সাভক্ষণ বাসা বেঁধে থাকে— ওই সন্তানের

অপমৃত্যু। অসুখে বা দুর্ঘটনায়। হত্যায় বা আত্মহত্যায়। আজকাল সংবাদপত্রে এখমাত্র সন্তানকে হারানোর হৃদয়বিদায়রক খবর প্রায়ই ছাপা হয়। অনেক সময়, এরকম একটা বয়সে প্যেঁছে বাবা মা একমাত্র সন্তানকে হারায় যে, অরা খ্যেদর ন্তান জন্মানো না। এই বাবা মাে সন্তান পেয়েও নিঃশন্দান হয়ে যায়।

থবে শুধু অকালমৃত্যুতেই যে বাবা মা রসন্তানকে হারায় তা তো নয়, একমাত্র পুরত্র বাবা মাে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা সংসার পাততে পারে। ববিনবনা হয় না বলে। আজকাল সংবাদপত্রে একমাত্র সন্তানকে হারানোর হৃদয়বিদায়রক খবর প্রায়ই ছাপা হয়। অনেক সময়, এরকম এখটা বয়সে ফৌঁছে বাবা মা একমাত্র সন্তানকে হারায় যে, আর ওদের সন্তান জন্মাবে না। এই বাবা মা সন্তান পেয়ে নিঃসন্তান হয়ে যায়। তবে শুধু অকালমৃত্যুতেই যে বাবা মা সন্তানকে হারায় তা তো নয়, একমাত্র পুত্র বাবা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অলাদা সংসার পাততে পারে। বনিবনা হয় না বলে। এক্ষেত্রে সন্তান থেকেও সন্তান নেই। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই খঅরাপ হতে পারে যে মুখদর্শন পর্যন্ত বন্ধ।— এরকম ঘটনায় ভুরি ভুরি। আর সুদূর বিদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা? অনেক আকাশ পেরিয়ে, সাগর পেরিয়ে কোথায়, কোন দেশে, কোন দ্বীপে সে থাকে? বছরে হয়ত এক আধবার দেশে ফেরা। আস্তে আস্তে তাও কমে আসে। বাবা মা বৃদ্ধ হতে থাকে। এক সময় শয্যাগ্রহণ করে। সন্তান আসতে পারে না। একসময় মৃত্যু ঘটে। সন্তানের অপেক্ষায় মৃতদেহ হয়ত দুদিন সংরক্ষণ করা হয়। অনেক সময় তারও দরকার হয় না, কারণ, সন্তান জানিয়ে দেয় অপেক্ষা না করতে, সংরক্ষণ না করতে। পরে আসবে শ্রাদ্ধের সময়।

আবার সন্তান হয়ত একসঙ্গেই থাকে, একই বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে। বাবা মা দুজনেই বা দুজনের এখজন হ য়ত খুবই বৃদ্ধ হয়ে গি য়েছে। পঙ্গু দীর্ঘকাল বিছানায় শয্যাশায়ী। ব্যস্ত সন্তান বিড়ম্বিত হয়,, বিরক্ত হয়, ওদেরওল্ড এজ হোমে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বার্ধক্যকে সে অভিশাপ দেয়, দীর্ঘ জীবনকে অভিশাপ দেয়, মানুষের রোগভোগের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়— বুঝতে পারে না জীবন লইয়া কি করিবে। অসহায় শয্যাশায়ী বাবা মা সবই বুঝতে প ারে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। খিছু করতে পারে না— নীরব থাকে। আর শুধু হয়ত ভেবে যাচট, ছেলের শৈশবে ওকে কাঁধে বসিয়ে ঘুরে বেড়াত। দোলনায় চাপিয়ে ওকে দোল দিত। এখন তার ঘরে নিঝুম স্তব্ধতা, ঝিঝির ডাক। সময় বয়ে যায় নিঃশবেন্দ জলস্রোতের মতো । এই বৃদ্ধ বাবা মায়ের আসলে নিঃসন্তানই।

নিঃসন্তান হওয়ার নানা রূপ, নানা অর্থ। তবে নিঃসন্তান হওয়ার সবচেয়ে বিরল, সৃ,বচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অথচ বাস্তব রূপ হল, যখন কোনও দম্পত্তি স্বেচ্ছায় নিঃশন্তান থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সংখ্যায় কম হলেও এদের দৃষ্টান্ত আছে। এরা ছেছলে মেয়ে চায় না। সিদ্ধান্তটা সাধারণত পুরুষরাই নেয়, কারণ নারীর ভেতর মা হওয়ার আকাঙ্খা তো মজ্জাগত। তবে স্ত্রী শেষ পর্যন্ত স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। হয়ত চাপে। তবে নিজেই মা হতে চায় না— এরকম অপ্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত তো আছে--- আগেই বলেছি। কারণ কি? কেন কোনও কোনও দম্পত্তি স্বেচ্ছায় নিঃসন্তান থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার চেনা এখ নিঃসন্তান মানুষকে বলতে শুনতাম কি, হবে মশাই ছেলেপুলে করে? কেউ দেখে না। ওরা শুধু পেতে চায়, শুধু নেবে— কিছু দেয় না। আপনাকে দেখবে শুধু পেতে চায়, শুধু নেবে— কিছু দেয় না। আপনাকে দেখবে শুধু আপনার টাকা। ওটা না থাকলে নিজের ছেলেও কাছে ভিড়বে না। তবে স্বেচ্ছায় নিঃসন্তান থাকার পিছনে হয়তো থাকেআরও গভীর কোন কারণ, অরও নিগুঢ়, অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব, অবচেতনে ক্রিয়াশীল কোনও গোপন, অস্বাভাবিক কিন্তু প্রবল শক্তিশালী কোনও আশঙ্কা--- ছেলে বা মেয়ে যদি প্রতিবন্ধী হয়? রিটার্ডেড হয়? একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ ভাল লাগে। নিজের জগতে নিরিবিলিতে থেকেই সুখ পাই। স্ত্রী যা হোক এটা মেনে নিয়েছে--- বিরক্ত যদি ওদের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং আমাকে যদি ঘৃণা করতে শুরু করে? হয়ত এ কারণেই খুব প্রতিভাবান, সৃজনশীল পুরুষদের ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গ যথেষ্ট পায় না। অনেক সময় অসুখীও হয়। তলস্তর, আইনস্টাইন, ব্রারট্রান্ড, রাসেল, পিকাসো, চার্লি চ্যাপলিন বা গান্ধীর সন্তানরা কি বাবার সান্নিধ্যে যথেষ্ট ল াভ করেছিলেন? কবিতা লেখায় আত্মক্ষয়ী সাধনায় নিয়োচিত সুদূরপ্রসারী রিলকে সারা জীবন নিজের মেয়ের মুখ দেখেননি, কারণ সময় পাননি।

আবার যারা সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ তারাও কেউ কেউ আর্থিক দুশ্চিন্তায় সন্তানের জন্ম দিতে ভয় পায়, বিশেষ করে পুরুষটি যদি একটু বেশি সেনসিটিভ গোছের হয়। এদের সেনসিটিভিটি

অনেক সময় নিউরোসিসের পর্যায়ে চলেযায়। বাচ্চাকে কি করে বড় করব? কি করে ভাল স্কুলে পড়াব? পুজোয় কি করে ওর মনের মতো জামাকাপড় কিনে দেব? বড় অসুখ হলেও কি করে চিকিৎশা করাব? তার চেয়ে এই ভাল— বাচ্চাকাচ্চায় দরকার নেই। এরা সারাক্ষণ এরকম দুশ্চিন্তা করে যায় এবং সন্তান জন্ম দিতে ভয় পায়। আমার একটি উপন্যাস মানবজনম এর নায়ক এই জাতীয় স্বামী। গরিব বলে সন্তান চায় না। ওর বক্তব্য, পৃথিবীতে শুধু বড়লোকেরাই সন্তানের জন্ম দিক। গরিবদের আর দরকার নেই। সন্তানের জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে আর গরিবদের সংখ্যা বাড়ানোর দরাকর নেই। গরিবদের সন্তান জন্ম দেয়ার অধিকারটই আইন করে কেড়ে নেয়া উচিত। প্রেম করে বিয়ে করে সে। বিয়ের অগে স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিও করে যে, ওরা কখনওই সন্তানের জন্ম দেবে না। স্ত্রীও রাজি হয়। কিন্তু এক বৃষ্টির মাঝরাতে অবশ অসর্তক মহূর্তে ওর স্ত্রী গর্ভবর্থী হয়ে পড়ে। এটা জানতেই তরুণ স্বামীটি দিশাহারা, ওর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে। সে অ্যাবরশন করানোর জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতে থাকে। বলে যে তুমি যদি একটা হাঁস বা সজারু, খরগোশ বা জিরাফকে জন্ম দিতে, তাহলে না হয় আমি মেনে নিতাম। কিন্তু তুমি যে আবার একটা মানুষকেই জন্ম দেবে। মানুষের আর দরকার নেই। স্তরঈ কোনও যুক্তি শোনে না। সে সন্তান চায়। ওর মতে, পেটে না এলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এসে যখন গিয়েছে তখন আর ওকে নষ্ট করা কেন? নিজেদর পূর্ণগর্ব নিয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় কখনও শাশুড়ির ঘরে কখনও বরের ঠাকুমার ঘরে, যাতে ওর বর জোর করে অ্যাবরশন না করাতে পারে। শেষ পর্ৎন্ত অব্যারশন হয় না। হতাশ, অসহায় আতঙ্কিত ন্নি মধ্যবিতত যুবকটি একা একা কথা বলে যায় অজাত সন্তানের সঙ্গে দন্মা। আমি আর কি করব? তারপর সারা জীবন দুঃখ পা, কষ্ট পা যন্ত্রনা প া— আমি আর কি করব? আগেই বলেছি নিঃসন্তান হওয়ার নানা রূপ, নানা অর্থ। সন্তান অদ্যৌ না জনমামনো মানে ি---ঃশন্তান হওয়া। আবার সন্তান থাকলেও নানা প থ বেয়ে নিঃসন্তান হওয়ার জ্বালা আসতে পারে। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের এক সৌম্য বৃদ্ধ ভিখিরিকে অনেক দিন ধরে দেখি গাড়িবারান্দারযর নীচে চুপ করে বসে থাকে. কিছু চায় না, বসে থাকে। লোকে দুচ.ার মদ্রা দেয়। একদিন ওকে জিজঞেস করি--- তোমার ছেলেমেয়ে আছে? সে ককোন উত্তর দিল না। সেদিন দেখিয বৃ-দ্ধ বসে নেই। পর পর কয়েকদিন ধরে দেখলাম সে নাইই। পাশের পানঅলাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কোথায় গেল? উত্তর দিল, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিঢ়ত কর্পোরেশনর গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেছে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

আর্থিক বিকাশে বিচার ব্যবস্থার সংস্কারও জরুরি

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

নভেম্বরের প্রতিবেদনে ১৫ বছর ঝুলে থাকার পর সুপ্রিমকোর্টে রায়ে টেলিকম শিল্পে যে আঁধার নেমে এসেছে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। বেশ কয়েকমাস ধরে ভারতের অর্থনৈতিক মন্দা নেতাদের তরজার সঙ্গে এবারের বাড়তি পাওয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতদের বিতর্ক। ১৮৮৫ সাল থেকে যে মামলা চলছে, এই নভেম্বরে রায়ে কতটা মিটবে তা বলবে আগামীদিন। তবে এই রায়ের প্রভাব শুধুমাত্র ধর্মীয়, সামাজিক ক্ষেত্রে পড়বে, তা নয়, অভিঘাত আসবে এ দেশের অর্থনীতিতে। এই প্রসঙ্গে প্রয়াত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এবং শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এ কে সিক্রির মন্তব্য উল্লেখ্যের দাবি রাখে। প্রয়াত জেটলি আইন ও শিক্ষাবিদদের কাছে আবেদন করে বলেছিলেন বিচার বিভাগের রায় কিছুক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে কতটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে এসেছিল হাওয়ের পাশের মদের মামলায় রায় প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন কোন পরিস্থিতিতে দুটো বক্তব্যই যদি ঠিক হয়, আদালতের যে কোন একটি বক্তব্য আইনত মান্যতা দিতে বাধা নেই তবে সে ক্ষেত্রে যা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে সেদিকেই ঝোঁকা উচিত।

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখেও বলা চলে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়তি হবার ফলে অনেক সময়ই কোন সিদ্ধান্তের সময়কালীন প্রেক্ষাপট বিচারের তফাতে রায়ের পার্থক্য হতে পারে। দুর্নীতি, স্বজন পোষণের সঙ্গে আপোষ না করেও কোনও সিদ্ধান্তের তৎকালীন পরিস্থিতি বিচার করে আইনের বই এর বাইরে বের হওয়া সম্ভব কিনা তা বিচার করার সময় এসেছে। এর সঙ্গে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হবার সমস্যা। বিচার প্রক্রিয়া কতটা দীর্ঘীয়িত হচ্ছে এবং তা কেন আই আই এম কলকাতার এখ সমীক্ষায় তা ধরা পড়েছ. বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য গত বছর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক আমাদের রাজ্যের ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই সমীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল। আদালতের বিচার দীর্ঘায়িত হবার কারণ খুঁজতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনজন অধ্যাপক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন নিম্ন আদালতের ৪০টি দেওয়ানি মামলা বেছে নিয়েছিলেন। অনেক সময় বলা হয় আদালতে মামলার পাহাড় আর এর জন্য বিচারপতি দেরি হচ্ছে। এই যুক্তি পুরোপুরি সঠিক নয়। বিচার প্রক্রিয়া দেরি হবার কারণ হিসাবে এই সমীক্ষায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে বলা যায় কোন মামলায় রায় জানতে অপেক্ষা করতে হবে। ১২২ সপ্তাহ অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর বিচারের জন্য দীর্ঘ সময় লাগার কারণ হলো— বিচারপতি অনুপস্থিতি বারবার মামলার শুনানি স্থগিতের আবেদন বাদী বিবাদির অনুপস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিভাবে এই মামলায় এই ১২২ সপ্তাহ চলে যায় তার হিসেবটা এরকম আদালত চলে ৩৬ স প্তাহ, আদালতের আদেশ উচ্চ আদলেতর কোন আদেশের জন্য অপেক্ষায় চলে যায় ২২ সপ্তাহ, বাদি বিবাদি দুই তরফের আবেদন মামলার শুনানি হয় না, ২৪ স প্তাহ আদালতের আদেশের জন্য অপেক্ষায় কাটে ৯ সপ্তাহ। আদালতের ছুটি, ধর্মঘটে ৫ সপ্তাহ। বিচারপতির ছুটি, ট্রান্সফার, বিচারপতির অন্য মামলায় ব্যস্ততা ইত্যাদির জন্য ১৭ সপ্তাহ এছাড়া, বাদি, বিবাদি দুজনের বা এক পক্ষ বা অন্য পক্ষের অনুপিস্থিতির জন্য বিচার প্রক্রিয়া চলে না ১০ সপ্তাহ। মামলার শুনানি স্থগিতের কারণ হিসাবে দেখা গিয়েছে আইনজীবীদের হাতে মামলা বেশি থাকায় তারাই শুনানি স্থগিতের আর্জি জানান। এই পরীক্ষায় নিম্ন আদালতে বিচার পেতে আড়াই বছর অপেক্ষা একটি গড় মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে আড়াই বছর কেন, এক দশক অপেক্ষা করেও রায় জানতে পারেননি, এমন মামলা কারীর সংখ্যাও রাজ্যের অন্য নিম্ন আদালতে কম হবে না। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ যা জানিয়েছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৫ বছর বেশি সময় ধরে পড়েছ আছে, প্রায় দুলক্ষ মামলা, ৫০ বছরের র বেশি সময় পড়ে রয়েছে প্রায় এক হাজার মামলা। আর বকেয়া ৯০ লক্ষ দেওয়ানি মামলার মধ্যে ২০ লক্ষ মামলার সমন জারি করা সম্ভব হয়নি। আইএমএম সমীক্ষা যদি নিম্ন আদালতের ভিত্তিতে তৈরি, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়, যে ভারতের শীর্ষ আদালত বা বিভিন্ন হাইকোর্টের বকেয়া মামলার যে পাহাড় গড়ে উঠেছে আর কারণ নিম্ন আদালতের প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার কারণের থেকে ভিন্ন কিছু হবে। আর হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে, অনেক মামলায় হয়ে থাকে যার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়ে ব্যাপকভাবে। আর এজন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তিতে সব স্তরের বিচারব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন আর তা এক্ষুনি। ১৫ বছর পরে কোন বিষয়ের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হলে অর্থনীতি মজুবত হয় না, দুর্বল হয় মাত্র। বিচার ব্যবস্থার সংস্কারে বিচার বিভাগকে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে প্রশাসনকে।

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজকে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। যুদ্ধাপরাধ মামলার এক আসামির সঙ্গে গোপন বৈঠকের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর পদ থেকে আইনজীবী তুরিন আফরোজকে অপসারণ করেছে সরকার।

আসামির সঙ্গে বৈঠক করে তুরিন রাষ্ট্রদ্রোহের মতো অপরাধ করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার এক সহকর্মী।অন্যদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এই ধরনের পদক্ষেপে হতাশা প্রকাশ করেছেন তুরিন।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, তুরিন আফরোজকে অব্যাহিত দেওয়াটা 'জরুরি' হয়ে পড়েছিল।আসামির সঙ্গে বৈঠকের খবর প্রকাশ পাওয়ায় গত বছরের মে মাসে তুরিন আফরোজকে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সব মামলা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

সোমবার আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়। এতে তুরিনের 'শৃঙ্খলা ও পেশাগত আচরণ ভঙ্গ এবং গুরুতর অসদাচরণের' কথা বলা হয়।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) মুহাম্মদ ওয়াহিদুল হকের বিরুদ্ধে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ মামলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রসিকিউটর তুরিন আফরোজ।গত বছর এপ্রিলে অভিযোগ ওঠে, মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর ২০১৭ সালের নভেম্বরে ওয়াহিদুল হককে ফোন করে কথা বলেন তুরিন। পরে পরিচয় গোপন করে ঢাকার একটি হোটেলে তার সঙ্গে দেখাও করেন।ওই অভিযোগ ওঠার পর প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে ওয়াহিদুল ও তুরিনের কথোপকথনের রেকর্ড ও বৈঠকের অডিওরেকর্ডসহ যাবতীয় 'তথ্য-প্রমাণ' আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ট্রাইব্যুনালের সব মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তুরিনকে।তুরিন সে সময় অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি কোনো জবাব দেননি। এক ফেইসবুক পোস্টে নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও ওই গোপন বৈঠকের কথা তিনি অস্বীকার করেননি।

অপসারণের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জেয়াদ আল মালুম সাংবাদিকদের বলেন,তার (তুরিন) কর্মকা- রাষ্ট্রবিরোধিতার শামিল। কারণ এটি (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার) রাষ্ট্রের অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়।তুরিন কেবল পেশাগত অসদাচরণ বা শৃঙ্খলা ভঙ্গই করেননি, তিনি ফৌজদারি আপরাধও করেছেন বলে মন্তব্য করেন মালুম। সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করবে বলেও প্রত্যাশা করেন এই প্রসিকিউটর।মালুম বলেন, প্রসিকিউশন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পরও তুরিন আফরোজ প্রসিকিউটরদের বরাদ্দকৃত বেতন-ভাতা নিয়মিত গ্রহণ করে এসেছেন। গত মাস পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। একইভাবে সরকারি গাড়ি, গানম্যান পেয়ে আসছিলেন। প্রটেকশন প্রটোকল পেয়ে আসছিলেন এবং তার বাড়িতে হোম গার্ডও পেয়ে আসছিলেন। আজকে অপসারণের ফলে তাৎক্ষণিকভাবেই সব সুযোগ-সুবিধাও বাতিল হয়ে যাবে।মালুম বলেন, প্রসিকিউশনের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তার কাছে বিভিন্ন মামলার দলিলপত্র, বিশেষ করে ওয়াহিদুল হকের মামলায় যে পর্যন্ত তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, সে সময় পর্যন্ত নথিপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদনের অংশ রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত সেসব তিনি জমা দেননি। আশা করি, নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করে এগুলো তিনি জমা দিয়ে দিবেন।

তুরিনের আগে পেশাগত অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ২০১৬ সালে প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আলীকে প্রসিকিউশন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তার বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি সরকার থেকে।

জানতে চাইলে তুরিন বলেন, প্রথমত আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আমি একশভাগ সতততার সাথে কাজ করে গেছি। জ্ঞানত আমি এমন কিছু করিনি, যাতে আইন ভঙ্গ করেছি বা কোনোভাবে আস্থা ভঙ্গ করেছি।আমি শুনেছি এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি হবে, সেখানে নিদেন পক্ষে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন দেওয়ার জন্য ডাকা হবে। না ডেকেই একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হল। তারপরও এ সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিচ্ছি। মেনে নিতেই হবে।তুরিন বলেন,একজন যুদ্ধাপরাধীকেও ট্রাইব্যুনাল আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেয়। পরে প্রমাণ সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অপরাধের প্রমাণ হয়। আর আজকে একজন যুদ্ধাপরাধী এসে বলল তুরিন আফরোজের বিরুদ্ধে, অভিযোগ করল আর সেটাই সত্যি হয়ে গেল! তুরিন আফরোজকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেওয়া হল না। একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির কাজে সম্পৃক্ত তুরিন বলেন,প্রসিকিউশনে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এজন্য আমি গর্ববোধ করি। সম্মানের সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসের একটা অংশ আমি হয়েছি। এত কিছুর পরও আমি চাই বিচার চলুক, আরও সফলতা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক। এর বাইরে যেটুকু বলার আছে সেটুকু আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলব।যুদ্ধাপরাধের বিচারে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের তিন বছরের মাথায় প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তুরিন আফরোজ। জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযমের মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি মামলা পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন তিনি। তাকে ওয়াহিদুল হকের মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালের নভেম্বরে।পরের বছর মে মাসে তুরিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার জ্যেষ্ঠ সমন্বয়ক সানাউল হক বলেছিলেন, ওয়াহিদুল হককে গ্রেপ্তার করার সময় গুলশান থানার ওসি তার মোবাইল ফোন জব্দ করেছিলেন। ওই মোবাইলে কথোপকথনের দুটি রেকর্ড ছিল। একটি কথোপকথন হয়েছে টেলিফোনে। সেখানে তুরিন আফরোজ আসামি মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হককে দাওয়াত দিয়েছেন দেখা করার অনুমতি চেয়ে। ফোনটা তুরিনই করেছিলেন।অন্য রেকর্ডটি ছিল দুই ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের। এই কথপোকথনে মামলা সংক্রান্ত অনেক কথা রয়েছে এবং মামলার ডকুমেন্ট হস্তান্তরের কথোপকথন রয়েছে। ওসি এটা পাওয়ার পর সে মনে করল যে, আমাদের জানানো দরকার। আমরা এটা হাতে পাওয়ার পর প্রসিকিউশনকে দিয়েছি।

তদন্তাধীন মামলার আসামির সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো আইনজীবীর গোপনে দেখা বা সাক্ষাৎ নৈতিকতাবিরোধী মন্তব্য করে সানাউল সে সময় বলেন,প্রথমত কথা হচ্ছে উনি এ মামলা তদন্ত করেন না। তদন্ত করেন তদন্ত কর্মকর্তা মতিউর রহমান। ফেইসবুকে দেখলাম উনি (তুরিন আফরোজ) গোপনে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু এ রকম কোনো নিয়ম নেই আমাদের তদন্তে।

তুরিনকে অপসারণের পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, এই পদক্ষেপ নেওয়া 'জরুরি' হয়ে পড়েছিল।তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি একজন আসামির সাথে, যে মামলা তিনি নিজে করছিলেন, তার সাথে আলাপ আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। মামলার আলোচনা করার সময় এও বলেছিলেন এ মামলায় কোনো সারবর্তা নেই। সেই যে কথোপকথন টেপ করা হয়, টেপ করা কথোপকথনগুলো এবং তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অভিযোগ আমাদের কাছে পাঠান। এ অভিযোগ নিয়ে সাক্ষীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং উনার সাথে কথা বলার প্রয়োজন যতটুকু মনে করি হয়েছিল। যে সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, সেগুলো কিন্তু অল আর ডকুমেন্টরি। সেই জন্য আমরা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অব্যাহিত দিয়েছি।তুরিনের আগের কাজে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে আনিসুল হক বলেন, যে কারণে আজ তাকে অব্যাহতি দেওয়া হল, তার আগ পর্যন্ত তিনি কিন্তু নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন।এ ব্যাপারে তার সেন্স অব জাজমেন্ট কেন কাজ করেনি আমি জানি না, তার দিক থেকে এসব বক্তব্য যেটা ধারণ করা হয়েছে, যেটা তার গলা বলে প্রমাণিত হয়েছে, এটা উনি কেন করলেন, আমরা বুঝতে পারছি না। এটা দুঃখজনক।

অপসারণের বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন,কাজটা যে আমি খুশি হয়ে করেছি, তা না। কিন্তু তাকে অব্যাহতি দেওয়াটা জরুরি হয়ে পরে। কারণ যে মামলা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই মামলায় চার্জ গঠন হয়ে গেছে, সেই কারণে আমার মনে হয় এই ব্যাপারটি একটি নিস্পত্তি টানা দরকার ছিল, সেজন্য এটা করা হয়েছে।তুরিনের কর্মকা- ফৌজদারি অপরাধ বলে মন্তব্য এসেছে, এক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয় কোনো ব্যবস্থা নেবে কি না- জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন,আমি তো এ রকম কথা বলতে পারব না, আমার এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য নেই।

তুরিনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন,তার সাথে কথা হয়েছে, যে প্রমাণাদি আছে, সেটা যদি এখন ইয়ে করতে চান, সেটা তো ওপেন। কিন্তু টেপ করা কথাবার্তা আমরা পেয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে নালিশ হয়েছে এবং আমরা সার্বিকভাবে আলোচনা করার পর তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।এটা চলমান শুদ্ধি অভিযানের অংশ কি না- প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন,আমরা আশা করি, যে আইনজীবীরা এ কাজে নিয়োজিত আছেন, তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজ্ঞান। তাদের নতুন কোনো মেসেজ দিতে হবে বলে আমি মনে করি না।এখানে যদি শৃঙ্খলার বাইরে কোনো কাজ করা হয়, যেটা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বা তার মান ক্ষুন্ন করতে পারে, তাহলে তো ব্যবস্থা নেবই।

বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেকোনো শর্তে মুক্ত করার দাবি তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। সর্বাত্মক কার্যকর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক অবকাঠামো না থাকা এবং অভ্যন্তরীণ কিছু নেতার ব্যক্তিস্বার্থের কারণে দলীয়প্রধানের মুক্তির আন্দোলন ব্যর্থ হচ্ছে। আন্দোলন ছাড়া দলীয়প্রধানের মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়- অনেকে এমনটি মনে করলেও বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে যেকোনো শর্তে তাকে মুক্ত করার দাবি উঠেছে তৃণমূলে।

জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিয়া বলেন,রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলকভাবে সরকার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আটকে রেখেছে, তার জামিনে বাধা দিচ্ছে। তার মুক্তির জন্য যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার সেটা হচ্ছে না। ম্যাডামের বয়স, অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনা করে তার মুক্তি জরুরি। উন্নত চিকিৎসা জরুরি। তাই যেকোনো শর্তে হলেও ম্যাডামের মুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।তিনি আরও বলেন,ম্যাডামকে আপসহীন রাখতে গিয়ে অন্যরা সরকারের সঙ্গে মিলে আঁতাত করবে- এটা হতে পারে না।

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো. আক্তার হোসেন বলেন,প্যারোলের বিষয়টা দলীয়ভাবে শোভনীয় নয়, পরিবার থেকে যদি আবেদন করা হয় তবে সেটা ভিন্ন বিষয়।আন্দোলন সেভাবে গড়ে উঠছে না বলে মুক্তি মিলছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন,সরকার জামিনে বাধা দিচ্ছে, যে কারণে আইনি প্রক্রিয়ায় তার মুক্তি হচ্ছে না। একমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব।

জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন বলেন,অবৈধ সরকারের কাছে যারা প্যারোলে মুক্তি চাইবে তারা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। সিনিয়র নেতারা প্রকাশ্যে বলেছেন, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করছেন। গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রীর জন্য প্যারোল আবেদন, আমিও ষড়যন্ত্র মনে করি। এতদিনে আন্দোলন গড়ে না উঠলেও আমি আশাবাদী, একমাত্র রাজপথের উত্তাল আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে।

তিনি বলেন,যারা প্যারোলের কথা বলেন, তাদের বলব, প্যারোল কেন? যেকোনো বিবেচনায় তিনি জামিনযোগ্য, সেটা তো এ অবৈধ সরকার দিচ্ছে না। এজন্য আন্দোলনের বিকল্প নেই।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হেলেন জেরিন খান বলেন,রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলকভাবে ভিত্তিহীন মামলায় সাজা দিয়ে আটক রাখা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে। তাকে জামিন দেয়া হচ্ছে না। জামিন আটকে দেয়া হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ম্যাডামের মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।তিনি বলেন,ম্যাডাম আপসহীন নেত্রী। তার কর্মী হয়ে আমরা প্যারোলের বিষয়টি উচ্চারণ করতে পারি না।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) মো. হানিফ বলেন,যেহেতু ম্যাডামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। কাজেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা তখনই সরকারের হবে যখন সরকারকে বাধ্য করা হবে এবং এজন্য একমাত্র উপায় হলো আন্দোলন। সেই আন্দোলন করতে হলে সাংগঠনিক প্রস্তুতি দরকার।দলে আগে থেকে সাংগঠনিক প্রস্তুতি না থাকায় আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি এবং ম্যাডামকে মুক্ত করতে পারিনি। আইনি প্রক্রিয়ায় তার মুক্তি সুদূরপরাহত। একমাত্র আন্দোলন অথবা সরকার যদি ইচ্ছা না করে তার মুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাকে মুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন দরকার সেই আন্দোলন আমরা করতে পারিনি।তিনি আরও বলেন,আন্দোলন করতে হলে যে পূর্বপ্রস্তুতি দরকার সেগুলোর অভাব এখনও আমাদের রয়েছে। যেমন- একটা কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সাংগঠনিক অবকাঠামো সুদৃঢ় থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাংগঠনিক অবকাঠামো সুদৃঢ় নয়। আমাদের মূল দলের ৮৩টি সাংগঠনিক জেলা, অধিকাংশ জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই, অঙ্গ-সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। কোনো কোনো সংগঠনে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কোনো সংগঠনে সুপার ফাইভ, সুপার সেভেন কমিটি আছে। রুট লেভেল পর্যন্ত যদি সাংগঠনিক অবকাঠামো না থাকে তবে একটা কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না। এ প্রস্তুতিটা সময়সাপেক্ষ। সাংগঠনিক অবকাঠামো না করে সর্বাত্মক আন্দোলনে যাওয়া যায় না।হানিফ আরও বলেন,প্রথমত, ম্যাডাম প্যারোল নিতে অনিচ্ছুক। উনি বলেছেন, এখানে আমার বিনা চিকিৎসায় যা-ই হোক প্যারোলে মুক্তি নেব না। আরেকটি হলো, প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি তো সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। আবেদন করলেই যে প্যারোলে মুক্তি দেবে, সেটার নিশ্চয়তা কি আগে কেউ দিতে পারবে? সরকার কি বলেছে যে, উনি প্যারোলের আবেদন করলে আমরা মুক্তি দেব। রাজনৈতিকভাবে ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা প্যারোলে মুক্তির পক্ষে নই। আমরা মনে করি, তার জামিন পাওয়া আইনগত অধিকার। সব বিবেচনায় তিনি জামিন পাওয়ার যোগ্য। আমরা তো সেই জামিন চাই, জামিনে তাকে মুক্তি দেয়া হোক। প্যারোলে মুক্তির জন্য উনি রাজি নন।

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেন,না, প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা উচিত বলে মনে করি না। ম্যাডাম যদি এটা একসেপ্ট (মেনে নেয়া) করেন, সেটা ভিন্ন কথা। প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হচ্ছে সরকারের কাছে একধরনের আত্মসমর্পণ করা। বেগম খালেদা জিয়া এ ধরনের আত্মসমর্পণ করবেন- এটা আমি বিশ্বাস করি না।

তিনি বলেন,খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকার তাকে জেলে ঢুকায়নি। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক চিন্তা থেকে খালেদা জিয়াকে একটি হটকারি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপে বারবার জামিন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সব বিবেচনায় বেগম খালেদা জিয়া জামিন পাওয়ার যোগ্য। আমরা আন্দোলনের কথা বলছি খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য, কিন্তু তার মুক্তির জন্য যে আন্দোলন করা দরকার সে আন্দোলন হয়তো করতে পারছি না, নয়তো আমাদের কেউ কেউ করতে দিচ্ছে না। খালেদা জিয়ার মুক্তি যদি নিশ্চিত করতে হয়, নির্ঘাত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। সেই আন্দোলনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মীরা প্রস্তুত। প্রস্তুত না নেতারা। নেতারা যদি যথাযথ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আন্দোলন শুরু করতে পারেন, সরকার খালেদা জিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। কারণ এ বিষয়ে জনগণের একটা চাপ রয়েছে সরকারের ওপর।

বুলবুলে তছনছ বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের কাঁকড়ার খামার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের দাতিনাখালী এলাকায় ৩৫ বিঘা জমির ওপর চার বছর আগে কাঁকড়ার খামার গড়ে তোলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। নাম দিয়েছেন 'সাকিব অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেড'। এখান থেকে উৎপাদিত কাঁকড়া প্রক্রিয়াজাত করে পাঠানো হয় বিদেশে।

রোববার ভোররাতে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল তছনছ করে দেয় সাকিবের কাঁকড়ার খামারের বেড়া। খামারের বেড়িবাঁধ ঠিক থাকলেও উল্টে গেছে টিন ও বাঁশের বেড়া। তাছাড়া বর্তমানে কাঁকড়ার প্রজেক্টের বন্ধ মৌসুম থাকায় খুববেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ঘটনাস্থল থেকে আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, ক্রিকেটার সাকিবের কাঁকড়ার খামার ও অন্যদের মাছের ঘের পানিতে সব মিশে গেছে। কোনটা সাকিবের কাঁকড়ার খামার আর কোনটা মাছের ঘের সেটি এখন বোঝা যাচ্ছে না। বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে সব। তবে সাকিবের খামারের বেড়িবাঁধ মজবুত থাকায় বাঁধের কোনো ক্ষতি হয়নি।তিনি আরও জানান, ঝড়ে সাকিবের ঘেরের বেড়া উল্টে পড়ে থাকায় বুড়িগোয়ালিনী এলাকায় এসে প্রতিবন্ধকতায় পড়েন নৌবাহিনীর সদস্যরা। পরে তারা বেড়াগুলো সরিয়ে রাস্তার পাশে রেখে দেয়।

বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য লক্ষ্মী রানী শীল জানান,

ছয়ের পাতায়

আওয়ামীলীগে কোন বসন্তের কোকিল চাই না: ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, লুটেরা, সন্ত্রাসীরা সাবধান। বসন্তের কোকিলদের নিয়ে দল ভারী করার প্রস্তাব করবেন না। আমরা বসন্তের কোকিল চাই না।

সোমবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি আমাদের প্রতিটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের বলতে চাই, দলে কোনো দূষিত রক্ত চাই না। দলে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালন করতে হবে। ক্লিন ইমেজের কর্মীদের সংগঠনে যুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, আপনারা কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। বসন্তের কোকিলদের নিয়ে দল ভারী করার প্রস্তাব করবেন না। আমরা বিশ্বাসী, সাহসী এবং ত্যাগী কর্মী চাই; বসন্তের কোকিলদের চাই না।

সেতুমন্ত্রী বলেন, আমাদের কোনো খারাপ লোকের দরকার নেই। খারাপ কর্মীরা দলের দুর্নাম ডেকে আনে। খারাপ কর্মীদের দলের দুঃসময়ে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। আওয়ামী লীগে দুঃসময়ের কর্মী চাই, বসন্তের কোকিল চাই না। তিনি বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক, ঘুষখোর, টেন্ডারবাজ, ভূমি দখলদারকে না বলুন। দশটি ভালো কাজ ও অর্জন একটি খারাপ কাজের জন্য ম্লান হয়ে যেতে পারে। এই আহ্বান আমি স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীদের কাছে দিয়ে গেলাম। কাদের বলেন, শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। শেখ হাসিনার সৎ সাহস আছে বলেই তিনি নিজের ঘর থেকে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন। কেউ ছাড় পাবে না। শুধু আওয়ামী লীগ না, অন্য দলেও যারা বড় বড় কথা বলছে, তাদের সম্পর্কেও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। কারা কারা দুর্নীতি করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, প্রশাসনে কারা কারা দুর্নীতিবাজ, তার খোঁজও নেওয়া হচ্ছে। সবক্ষেত্রে খারাপ লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের তিনজন সৎ রাষ্ট্রনায়কের একজন। আমাদের নেত্রী বিশ্বে প্রথমসারির প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে একজন। বিশ্বের সেরা দুইজন প্রধানমন্ত্রীর একজন। পিতা বঙ্গবন্ধুর মতোই তার জীবনকে বুলেট তাড়া করে ফেরে। আমরা যদি সততা ও সাহসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকা হাতে এগিয়ে যাই, কোনো শক্তি আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি-সম্পাদকের নাম আগামী ১৬ নভেম্বর স্বেচ্ছাসেবক লীগের জাতীয় সম্মেলনে ঘোষণা করা হবে।এর আগে, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্মল রঞ্জন গুহ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি বাবু দেবাশীষ বিশ্বাস, পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান টিটু।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি কৃষিবিদ বাহাউদ্দিন নাছিম, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্মল রঞ্জন গুহ, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী মেজবাহ হোসেন সাচ্চু।এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর প্রমুখ।

জাপা মহাসচিব রাঙ্গাকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে: শহীদ নূর হোসেনের মা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। শহীদ নূর হোসেনকে 'ইয়াবাখোর', 'ফেনসিডিলখোর' বলায় জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন নূর হোসেনের মা মরিয়ম বিবি। সোমবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে রাঙ্গার বক্তব্যের প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে নূর হোসেনের পরিবার।অবস্থান কর্মসূচিতে মরিয়ম বিবি বলেন, নূর হোসেন আমার একার ছেলে না, সে জনগণের ছেলে। সে জনগণের ছেলেকে নেশাখোর বলছে। সে যদি নেশাখোর হতো, তাহলে দেশের জন্য জান দিতে পারতো না। আমি জনগণের কাছে বিচার চাই, আল্লাহর কাছে বিচার চাই।অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, আমার ছেলে বুকে-পিঠে লেখে রাজপথে নামলো দেশের জন্য, জনগণের জন্য। কীসের জন্য নামলো? ও কি পাগল ছিল, ওর কি জ্ঞান, বিচার ছিল না? আজ ৩০ বছর পরে ওরে নেশাখোর বলা হলো। আমি এ বিচারের দায়ভার জনগণের ওপর ছেড়ে দিলাম। জনগণের কাছে তাকে (মসিউর রহমান রাঙ্গা) ক্ষমা চাইতে হবে। রাঙ্গার বিরুদ্ধে মামলা করবেন কি-না এ প্রশ্নের জবাবে মরিয়ম বলেন, আমি আমার ছেলেকে বলেছি, মামলা করা উচিত। আমি মামলা করতে রাজি আছি।অবস্থান কর্মসূচিতে নূর হোসেনের ভাই আলী হোসেন বলেন, আমার ভাইকে দেশের জনগণ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা জানায়। সে নূর হোসেনকে 'ইয়াবাখোর', 'ফেনসিডিলখোর' বলা হলো কেন? ৩৩ বছর আগে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাদের বাসায় গিয়ে আমার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে এসেছিলেন। তিনি সংসদেও ক্ষমা চেয়েছিলেন। আমরা তো ক্ষমা করেই দিয়েছিলাম, কেন ৩৩ বছর পর আবার সে পুরোনো ক্ষতে আঘাত করা হলো?সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারাই বলেন, তখন কি দেশে ইয়াবা ছিল? ফেনসিডিল ছিল? আলী হোসেন বলেন, নূর হোসেন দেশের জন্য, জনগণের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল। সে জনগণের কাছেই আমরা বিচার চাই। মামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরিবারের সবাই এখনও বসি নাই।

ছয়ের পাতায়

আমরা মিয়ানমারকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১১ লাখ রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এরা এই অঞ্চলের জন্য হুমকিও। তাই এ সমস্যার আশুসমাধান প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মঙ্গলবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের শান্তিনিরাপত্তায় কৌশলগত নীতিপ্রণয়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার 'ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ ২০১৯' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনীতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়; এটা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। আমরা এই নীতি নিয়ে কাজ করছি। এটা বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি। মিয়ানমারের ১১ লাখ রোহিঙ্গা আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। এটা নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করছি না। বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা মিয়ানমারকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই সমস্যার আশুসমাধান হওয়া প্রয়োজন। এটা আমাদের দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশ্ব সম্প্রদায়কে এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী থাকলে সমস্যা থাকবে। কিন্তু সেটা সুন্দরভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করতে হবে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব। আমরা ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় করেছি। এটা বিশ্বের একটি উদাহরণ। শান্তি-স্থিতিশীলতা বজায় রাখলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বজায় থাকে। এতে সবচেয়ে উপকৃত হবে এই অঞ্চলের মানুষগুলো।মানুষের কল্যাণে সবাই মিলে কাজ করার জন্য তিনি সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কের প্রতি আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু এর প্রভাবে আমরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। একদিন আগেই আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবেই এবং এটাকে মোকাবিলাও করতে হবে। আমরা সেটা করবও। দুর্যোগকালীন কী কী পদক্ষেপ নিতে হয়, তা আমরা জানি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। সেই অর্থ দিয়েই দুর্যোগ মোকাবিলায় যা যা করণীয় তা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতি আমাদের ধরে রাখতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯৪ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। সবার ঘরে আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি।

সাগর ও মহাসাগরের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নানা কারণে সাগর ও মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুট রয়েছে, যা দিয়ে পণ্য, তেল ও গ্যাস পরিবহন করা হয়। এ অঞ্চলের ৮০ শতাংশ তেলবাণিজ্য হয় এ রুট দিয়ে। সাগর ও মহাসাগর বিপুল পরিমাণ মৎস্য ও খনিজ সম্পদের ভা-ার। এই সম্পদ দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। ভূমি থেকে আমরা যে সম্পদ পাই সমপরিমাণ সম্পদ সমুদ্রসীমার মধ্য থেকে আহরণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করা না হয়। সেটা আবার সাগর ও মহাসাগরের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তিনি আরও বলেন, ভারত মহাসাগরের তীরে ৪০টি স্বল্পোন্নত দেশে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের বাস। আর বঙ্গোপসাগরের তীরে এশিয়ার

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বিশ্ব গণিত দিবসেই নয়া টুইস্ট বিদার

ঘরোয়া ছাপোসা গৃহবধু থেকে মঙ্গলের বিজ্ঞানী-আবারও তিনি ছক ভেঙে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতেই পারছেন কার কথা বলা হচ্ছে। তিনি হলেন বলিউডের লাইমলাইট কুইন বিদা বালন। বরাবরই ভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি। তাই আবারও নিজেকে একটু অন ভাবে তুলে ধরছেন দর্শকদের মধ্যে। বিস্ময়প্রতিভা গণিত সম্রাজ্ঞী শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।আজ বিশ্ব গণিত দিবসে প্রকাশিত হল শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকের নতুন মোশন পোস্টার। যেটি নিজের ট্যুইটার প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন বিদ্যা। শুধু তাই নয়, টুইটে তিনি জানিয়েছেন, এই পোস্টারের সঙ্গে তিনি গণিতের বিস্ময় প্রতিভাকেও স্মরণ করেছেন। ছবির এই পোস্টার প্রকাশে আসা মাত্রই নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।বেঙ্গালুরুর কন্নড় পরিবারে জন্ম শকুন্তলা দেবীর। মাত্র ছয় বছর বয়সেই মাইসোর বিশ্ব বিদালয়ে নিজের সংখাগণনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। খাতায় লেখা হোক বা কালকুলেটার কিংবা কম্পিউটার বড় অঙ্কের কালকুলেশান তিনি মুহূর্তের মধে মুখে মুখেই করে ফেলতেন। আর এই কারণের জনই তাকে মানব কালকুলেটার বা মানব কম্পিউটার বলা হয়। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তিনি সমান ভাবে খাতির শীর্ষে ছিলেন। তার এই অসামান প্রতিভার জন গিনেস বুক অব ওয়র্ল রেকর্ডে তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। সংখা নিয়ে খেলার পাশাপাশি তিনি জোতিষচর্চাও করতেন। এর পাশাপাশি বই লিখেছেন জোতিষ, সমকামিতা নানা বিষয় নিয়ে। তার এই বর্ণময় জীবনকেই সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুলছেন বিদা বালন।ছবির শুটিং চলেছ জোরকদমে। ছবিতে বিদার মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে সানিয়া মলহোত্র, এছাড়াও স্বামীর ভূমিকায় যীশু সেনগুপ্তকে দেখা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি " মোতিচুর চাখনাচুর "এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে "মোতিচুর চাখনাচুর"। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে 'শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া'। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, '৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?' অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। "মোতিচুর চাখনাচুর" নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়েপাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক!এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এরপরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নভনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন "পতি", "পত্নী" এবং "ও"! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন। ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়। ওই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন সঞ্জীব কুমার, বিদ্যা সিনহা এবং রঞ্জিতা কাউর।

আলিয়া ভাইয়ের বউ হলে খুব খুশি হব, বললেন করিনা কপূর

মুম্বই: রণবীর কপূরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার মধ্যে রয়েছেন বলিউড আলিয়া ভট্ট। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে এবার নিজের মতামত জানালেন রণবীরের তুতো দিদি করিনা কপূর খান। তিনি বলেছেন, আলিয়া ও রণবীরের বিয়ে হলে তিনি খুব খুশি হবেন।গত বছর দুয়েক ধরেই একে অপরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলিয়া ও রণবীরকে। তাঁদের বিয়ে নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। একটি অনুষ্ঠানে বলিউডের পরিচালক কর্ণ জোহর ও আলিয়ার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে এই মন্তব্য করেন করিনা।কর্ণ জোহর আলিয়াকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, একদিন করিনার ভাইয়ের বউ হবেন। কর্ণের এই প্রশ্নের পরই করিনা বলে, আমি এই বিশ্বের সবচেয়ে খুশি মহিলা হব। আর আলিয়া বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, এ ব্যাপারে আমি কখনও ভাবিনি। এখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে চাই না। সময় এলে ভাবব।এরপর কর্ণ বলেন, যখন এমনটা হবে, তখন তিনি ও করিনা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন এবং বরণডালা নিয়ে তাঁদেরকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন।উল্লেখ্য, তখত সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে করিনা ও আলিয়াকে। সিনেমার পরিচালক কর্ণ।

তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় দিশাকে ফিরতে দিচ্ছেন না তাঁর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন: "তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় তাঁর গলায় "টাপ্পু কে পাপা"-এই ডাক না শুনলে যেন মন ভরে না দর্শকদের। পর্দার জেঠালাল গড়া এবং তাঁর স্ত্রী দয়াবেনের জুটিতেই মাত টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। কিন্তু মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দেখা যাচ্ছে না দয়াবেন ওরফে দিশা ভাকানিকে।মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হওয়ায় এবার ফের শ্যুটিং ফ্লোরে দেখা যাবে দিশাকে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে দিশার কথা হয়ে গিয়েছে পারিশ্রমিক এবং ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ে। ফলে এবার দিশাকে ফের টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে বলে শোনা যাচ্ছিল। এমনকী, ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে সম্প্রতি দিশাকে দেখাও গিয়েছে বলে খবর। ফলে দর্শকদের প্রত্যাশা চড়তে শুরু করে।তারক মাহতা কা উলটা চশমায় দিশা ভাকানির ফিরে আসা নিয়ে যতই গুঞ্জন চলুক না কেন, এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রীর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে দিশার শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে কথা হলেও সমস্যা কিছু মেটেনি। প্রযোজক সংস্থা যদি দিশার সমস্ত দাবি দাওয়া মেনে নেয়, তাহলে তিনি ফের ওই মেগা ধারাবাহিকের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন দিশার স্বামী ময়ূর পাড়িয়া।প্রসঙ্গত, মাতৃত্বকালীন ছুটির শেষে শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরাতে হলে দিশার স্বামী স্ত্রীর জন্য বেশ কিছু শর্ত দেন। যার মধ্যে দিশার পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। ৬ ঘণ্টার বেশি তিনি শ্যুটিং করবেন না বলে শর্ত দেন ময়ূর পাড়িয়া। যদিও তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দিশাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রযোজক সংস্থা আগ্রহী হলেও, তাঁর স্বামীর শর্ত মেনে নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। ফলে ওই ধারাবাহিকে দিশার ফিরে আসা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে পুরোদমে।

তৈমুর পাপারাতজিদের পোজ দেয়, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছবি তোলে না"

মুম্বই: তৈমুর আলি খান। জন্মের পর থেকেই সুপারস্টার সে। যেখানে তৈমুর, সেখানেই পাপারাতজিদের ভিড়। যে কোনও নামজাদা বলি-তারকাকেও জনপ্রিয়তায় ১০ গোল দিতে পারে ছোটে নবাব। সইফ আলি খান আর করিনা কাপুরের বছর দুয়েকের এই পুত্র কখন কী করছে প্রায় সবই নখদর্পণে রাখে সাংবাদিককূল।রাস্তাঘাটে, খালর মাঠে, বিমানবন্দরে, প্লে-স্কুলে যেখানেই তাকে দেখা যাক না কেন, হাজারটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠবেই। শুধু তাই নয়, পাপারাতজিদের সঙ্গেও বেশ দোস্তি তৈমুরের। তাঁদের দেখে হাতনাড়া, কথার বলা বা কথার উত্তর দিতেও দেখা যায় খুদে তারকাকে।কিন্তু বাড়িতে সেই তৈমুরই নাকি এক্কেবারে ছবি তুলতে চায় না। সে কথা জানালেন খোদ করিনাই। সম্প্রতি দ্মন্ত্র-২০১৯-এ এসে করণ জোহরের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেগম জান নিজেই বললেন, ফোটোগ্রাফারদের তৈমুর নিজের বন্ধু ভাবে। তাই তাঁদের দেখে হাতনাড়ে সে। কিন্তু অন্য সময় ছবি তুলতে তার বেজায় আপত্তি। তৈমুরের সঙ্গে ছবি তুলতে গেলেই নাকি সে করিনাকে বলে, "আম্মা, নো ফোটোগ্রাফ।"

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।" সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনিলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়। মানসিক চাপ দূর দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্টি সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটু খানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

এবার ঘরোয়া উপায়ে সাইনাসের ব্যথা সমাধান করুন!

বিনোদন ডেস্ক : ব্যথা যদি হয় সাইনাসের, প্রতিকারের জন্য রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতি। সাইনাস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ভেতর দপদপ করে, কপাল, গাল ও চোখেও চাপ অনুভব করেন। এই রোগ সংহভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, তাই বিশেষজ্ঞরা অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।এই ওষুধ ছাড়াও সাইনাসের ব্যথা কমাতে ঘরোয়া প্রতিষেধক ব্যবহার করা যায়। আর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পন্থা এখানে জানানো হল।মুখের ভেতরের "ক্যাভিটি" বা খালি জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে গেলে সেখান থেকে সাইনাসের জটিলতা দেখা দেয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, "মিউকাস মেমব্রেইন"য়ে প্রদাহ হওয়ার কারণে এই অসহ্য ব্যথা ও চাপ দেখা দেয়। সমাধানভাপ নেওয়া: নাকের "ক্যাভিটি" বা খালি স্থানে এবং "সাইনাস"য়ের যাতায়াতের পথে "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা "মিউকাস" পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। চাইলে ওই গরম জলে কয়েক ফেঁটা "এসেন্সিয়াল অয়েল" মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।গরম সেঁক দেওয়া: মুখের যে স্থানে সাইনাসের চাপ অনুভব হচ্ছে সেখানে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়ে চাপ দিলে আরাম পাওয়া যায়। চোখ ও নাকের উপর সেঁক দিলে বন্ধ নাক খুলে যায়।ঝাল খাবার: শুনতে অবাক লাগলেও ঝাল খেলে সাইনাসের সমস্যার সাময়িক সমাধান পাওয়া যায়। ঝাল লঙ্কা থাকে "ক্যাপসাইসিন" নামক উপাদান যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। আর এই উপাদানের কারণে ঝাল খেলে নাক দিয়ে জল আসে।গুনগুনিয়ে গান গাওয়া: আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাওয়া এই উপায়ও নাকি কার্যকর, দাবি করেছেন কিছু সুইডেনের বিশেষজ্ঞ। এক মিনিট বা তারও বেশি সময় প্রিয় গানটি গুনগুনিয়ে গাইলে সাইনাসজনীত মাথাব্যথা কমে। এর কারণ হল গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার কারণে বাতাসের প্রবাহ বাড়ে, যা সাইনাস পরিষ্কার রাখে।জল পান: যত বেশি জল পান করবেন, মিউকাস বা শ্লেষ্মা ততই পাতলা থাকবে। আবার পর্যাপ্ত জল পান করলে সাইনাস আর্দ্র থাকবে, ফলে ভালো অনুভব করা যাবে। আর গলা শুকিয়ে যায় এমন যেকোনো খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকতে হবে।দারুচিনি: এই মসলায় রয়েছে প্রদাহরোধক গুণ। সাইনাসের ব্যথা অতিরিক্ত হয়ে গেলে দারুচিনিতে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

কার আদলে সিম্বা, বাস্তবের সেই সিংহশাবককে চেনেন?

সিম্বাকে দেখে এলেন? না পরিকল্পনা করছেন এই সপ্তাহের শেষে বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে সিম্বার পরিচয় করিয়ে দেবেন? তবে তার আগে চিনে নিন বাস্তবের সেই সিম্বাকে, যাকে দেখে অ্যানিমেটররা পর্দার সিম্বাকে এত সুন্দর করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার "বাড়ি" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস চিড়িয়াখানায়।ডালাস চিড়িয়াখানার যে সিংহ শাবককে সামনে রেখে পর্দায় সিম্বাকে আঁকার কাজ শুরু হয়েছিল তার নাম "বাহাতি"। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক মাস।"দ্য লায়ন কিং" মুক্তির দিনই ডালাস চিড়িয়াখানার ফেসবুক পেজে একটি ১৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়। ভিডিয়োর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "বাহাতি না সিম্বা?"ছোট্ট এই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি সিংহ শাবক মাথা ঘোরাচ্ছে, গর্জন করার চেষ্টা করছে। এই সবই ফুটে উঠেছে অ্যানিমেটেট সিম্বার মধ্যে। তাই পর্দাতে আপনি বার বারমিল খুঁজে পাবেন বাহাতির সঙ্গে সিম্বার।ভিডিয়োটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পর্দার সিম্বার মতোই ভালবাসা পাচ্ছে বাহাতি। ইতিমধ্যেই ডালাস চিড়িয়াখার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োটি ৫৩ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে।ভিডিয়োটির সঙ্গে পোস্টে লেখা হয়েছে, যখন দ্যলায়ন কিং

তৈরির জন্য ভিডিয়ো তুলে ডিজনিকে দেওয়া হয়। তখন বাহাতির বয়স ছিল মাত্র এক মাস। সেই সময় বাহাতি কী ভাবে টলমল পায়ে হাঁটত, তার মুখ থেকে কী ভাবে দুধের ফেঁটা ঝরে পড়ছে, সব কিছু ক্যামেরাবন্দি করে পাঠানো হয় ডিজনিকে। এই ভিডিয়ো দেখে ডিজনির অ্যানিমেটররা সিম্বাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।ভাবছেন এখন বাহাতির বয়স কত? চিড়িয়াখানার তরফে জানানো হয়েছে, সেদিনের সেই ছোট্ট বাহাতি আজ পরিণত সিংহ, বয়স দু" বছর।

সোমবার লেইক চৌমুহনী বাজারের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বান্দিপোরায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম দু'জন সন্ত্রাসবাদী উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর থেকেই ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর উপত্যকাঊ ইতিমধ্যেই নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে জম্মু ও কাশ্মীরঊ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদীঊ বান্দিপোরা জেলার লাওদারা গ্রামের ঘটনাঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদঊ তবে, নিহত সন্ত্রাসবাদীরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল রবিবার থেকেইঊ রবিবার শ্রীনগর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে, বান্দিপোরা জেলার লাওদারা গ্রামে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছিল একজন সন্ত্রাসবাদীঊ গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে জঙ্গি নিকেশ অভিযানঊ রাতের অন্ধকারের কারণে সাময়িকের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়ঊ এরপর সোমবার সকালে পুনরায় সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ে সোমবার সকালে খতম হয়েছে আরও একজন সন্ত্রাসবাদীঊ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

ডোমজুড়ে বেসরকারি বাস উল্টে মৃত্যু কন্টান্টরের, আহত কমপক্ষে ১৯ জন

হাওড়া, ১১ নভেম্বর (হি.স.): চালকের গাফিলতিতে যাত্রীবোঝাই বাস উল্টে বিপত্তি! হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে বেসরকারি বাস উল্টে প্রাণ হারালেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের কন্ডাক্টরঊ এছাড়াও আরও ১৯ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেনঊ সোমবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া-আমতা রোডে ডোমজুড় হাসপাতালের সামনেঊ আহত অবস্থায় ১৯ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে ডোমজুড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ পরে তাঁদের মধ্যে ৪-৫ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায়, তাঁদের হাওড়া হাসপাতাল এবং কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছেঊ দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাসের চালক।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সকাল তখন ৬.৩০ মিনিট হবে, হাওড়া-আমতা রোডে ডোমজুড় হাসপাতালের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বেসরকারি বাসঊ হুগলি জেলার রাজবল্লভহাট থেকে হাওড়া স্টেশনগামী বেসরকারি বাসটি স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা মারায়, যন্ত্রাংশ খুলে যায়ঊ এরপর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দুধের গাড়িকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাসের কন্ডাক্টরেরঊ ততক্ষণে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় চালকঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় ১৯ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে ডোমজুড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ হাসপাতাল সূত্রের খবর, আহত ১৯ জনের মধ্যে ৪-৫ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায়, তাঁদের হাওড়া হাসপাতাল এবং কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সোমবার প্যারা টিচারদের আন্দোলন, উত্তাল হতে পারে বিকাশ ভবন চত্বর

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সোমবার বিকাশ ভবনের উল্টো দিকের ফুটপাথে শুরু হবে প্যারা টিচারদের আন্দোলন। বিকাশ ভবনের সামনে সমাবেশে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী একশো মিটারের মধ্যে তিনশোর মতো আন্দোলনকারী ধর্নায় বসতে পারবে। বাকি বিক্ষোভকারীদের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বসার আইনি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। সারাবছর ধরে ১৪৪ ধারা লাগু করা যায় না।

গত বুধবার বেতন বাড়ানোর দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা অবরোধ করে রেখেছিল কয়েক হাজার শিক্ষক। পুলিশ মিছিল আটকে দিলে বাঘাযতীন মোড়ের কাছেই শিক্ষকরা অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়ে। পরে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ''রাস্তায় বসে পড়াটা কোনও পথ হতে পারে না। যুক্তিযুক্ত দাবি হলে সরকার শুনবে। কিন্তু তা যথোপযুক্ত জায়গায় বলতে হবে।'' বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করে মানব সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কর্মী ইউনিয়ন মামলা করেছিল। তাঁদের আর্জি ছিল, শিক্ষা দফতরের প্রধান প্রশাসনিক ভবনের ১০০ মিটারের মধ্যে প্যারা টিচারদের আন্দোলন করতে দিতে হবে। সেই মামলায় প্যারা টিচারদের পক্ষে রায় দিয়ে রাজ্য সরকারকে ধাক্কা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

সোমবার বিজেপি পার্শ্ব শিক্ষক মঞ্চের রাজ্য প্রধান প্রদীপ ঘোষ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "গতকাল ছুটির দিনে কলকাতা হাইকোর্ট একটি বিশেষ বেঞ্চে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতরের প্রধান ভবনের ১০০ মিটার বাইরে ৩০০ জন সমবেত হতে পারব। শান্তিপূর্ণভাবে বাকি জমায়েত করা যাবে ৩০০ মিটার দূরে। আমরা সেই নির্দেশ মেনেই সমাবেশ করব।' এ দিনের সমাবেশে রাজ্যের পার্শশিক্ষক ঐক্য মঞ্চ এবং পার্শশিক্ষক কল্যাণ সমিতিও অংশ নিচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানান, আন্দোলনকারীদের যাতে অযথা হয়রান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধাননগর পুলিশকে। না মানলে আদালত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

কল্পনাতীত দুর্ভোগের অবসান কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলেন আগরতলার স্বপন বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টার বেশি সময় শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন আতঙ্কের প্রহর যেন দ্রুত শেষ হয়। চরম উৎকণ্ঠায় সময়টা কাটিয়ে সোমবার কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলেন আগরতলার বাসিন্দা স্বপন বিশ্বাস। স্বপনবাবুর বছর পনেরোর অসুস্থ ছেলে শান্তনু দীর্ঘদিন ধরেই মস্তিষ্কের অসুখে ভুগছে। চিকিৎসার জন্য স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তামিলনাড়ুর ভেলোরে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার আগরতলার এই বাসিন্দা। চিকিৎসা শেষে শনিবার চেন্নাই থেকে আগরতলার সরাসরি বিমানেই টিকিট কেটেছিলেন। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছে স্বপনবাবু জানতে পারেন, বিমান আগরতলা পর্যন্ত যাবে না। পরিবর্তে কলকাতায় যাবে। কলকাতা থেকে আগরতলার বিমান পাবেন তাঁরা। বিমান সংস্থার কর্মীর কথা অবিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। চেন্নাই থেকে বিমান ধরে কলকাতায় পৌঁছন। আর তার পরেই বিপত্তি। দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছে স্বপনবাবু জানতে পারেন, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবের আশঙ্কায় শনিবার সন্ধ্যা ছ''টা থেকে রবিবার সকাল ছ''টা পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সব উড়ান বাতিল করা হয়েছে।

অজানা-অচেনা শহরে চরম সমস্যায় পড়ে যান তিনি। সূত্রের খবর, বাধ্য হয়েই বিমানবন্দরের বাইরে গেট নম্বর থ্রি সি-র কাছে মাটিতেই পরিবারকে নিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় নেন স্বপনবাবু। চাদর পেতে শুইয়ে রাখেন অসুস্থ ছেলেকে।

রবিবারও আগরতলা যাওয়ার নির্দিষ্ট বিমান পাননি। তবে সোমবার সকালের বিমানে আগরতলা ফেরেন তাঁরা। বুলবুল তাঁর ঘর ভাঙেনি, ভিটেমাটিও ছাড়া করেনি, কিন্তু কল্পনাতীত দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এই পরিবারকে।

অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন টি এন শেষন, প্রাক্তন সিইসি-র প্রয়াণে শোক প্রকাশ সুনীল অরোরার

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা, ভোটে টাকা ছড়ানো বন্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এনেছিলেন তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কারের ''আইকন'' হিসেবেই পরিচিত ছিলেন শেষন। রবিবার রাতে চেন্নাইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষন। শেষনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা।

শেষনকে ''সমস্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-এর অনুপ্রেরণার উৎস'' আখ্যা দিয়ে সুনীল অরোরা জানিয়েছেন, ''শ্রী টি এন শেষনের প্রয়াণে ব্যথিত নির্বাচন কমিশন। তিনি একজন কিংবদন্তী ছিলেন। আগামী দিনে তিনি সর্বদাই সমস্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।''

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব সামলান টি এন শেষন। প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য পেয়েছিলেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার আগে ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন শেষন। সচিত্র পরিচয়পত্র চালু এবং ভোটে টাকা ছড়ানো বন্ধের মতো পদক্ষেপ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এনেছিলেন শেষন। হয়ে উঠেছিলেন ''আইকন''।

বিদ্যুৎ-মাশুলের অনিয়ম : সোমবার থেকে সই সংগ্রহ অভিযানে বিজেপি, চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত

লকাতা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যে বিদ্যুৎ-মাশুলের অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে রাজ্যপালের শরনাপন্ন হচ্ছে বিজেপি। সোমবার থেকে এ কারণে সই সংগ্রহ অভিযানে নামছে বিজেপির যুব মোর্চা। এই অভিযান চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্তঊ কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এই চার জেলায় সিইএসসি-র বন্টন এলাকায় ওই সংস্থার ক্যাশ অফিসে সই সংগ্রহ অভিযান চলবেঊ এ কথা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনতা যুব সভাপতি দেবজিত সরকার এবং জাতীয় জনতা যুব সম্পাদক সৌরভ শিকদার বলেন, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই স্মারকলিপি নিয়ে আমরা রাজ্যপালের কাছে যাব। এর মধ্যে আগামী ২০ নভেম্বর স্মারকলিপি দেব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সদর দফতর অর্থাৎ বিদ্যুৎ ভবনে।

দলের তরফে এ কথা জানিয়ে বলা হয়, রাজ্য সরকারের মদতে সিইএসসি যে লাগাতার অনৈতিক কাজ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। শুধু তাই নয়, সিইএসসি এলাকায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতা জুড়ে সই সংগ্রহে নামছে বিজেপির যুব মোর্চা। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে সই সংগ্রহ করে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকাতেও বিভিন্ন জেলায় পর্ষদের অফিসে ও বিদ্যুৎ ভবনে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

বিজেপির অভিযোগ, পর্ষদ এলাকাতেও বিদ্যুৎ লুঠ হচ্ছে। বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপছে।

সৌরভবাবু বলেন, সিইএসসি-র মালিক গ্রেটার নয়ডা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে সস্তায় বিদ্যুত দিতে পারছেন, কলকাতায় কেন এত দাম নেবেন? এর প্রশ্নের উত্তর দাবি করে গত ১১ সেপ্টেম্বর বিজেপি সিইএসসি-র সদর দফতরে অভিযান করে। বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি চালায়, জলকামান ব্যবহার করেঊ আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি করব রাজ্যপালকে। ডেঙ্গু ইস্যু-তে পুরভবন ঘেরাও ছাড়াও কলকাতা পুর এলাকায় জলকর রদ এবং পার্কিং-এর মাফিয়ারাজ শেষ করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ সঞ্জয় কারোল-এর, শুভেচ্ছা নীতীশ ও সুশীলের

পাটনা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি সঞ্জ কারোলঊ সোমবার সকালে বিহারের রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিচারপতি সঞ্জয় কারোলকে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন বিহারের রাজ্যপাল ফাগু চৌহানঊ এর আগে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় কারোল।

রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী, রাজ্য মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সদস্য, পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাঊ পাটনা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী-সহ অন্যান্যরাঊ বিচারপতি অমরেশ্বর প্রতাপ সাহির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বিচারপতি সঞ্জয় কারোলঊ সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্ট থেকে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে বিচারপতি অমরেশ্বর প্রতাপ সাহিকে।

হায়দরাবাদে দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ, আহত ৫ জন যাত্রী

হায়দরাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দু'টি ট্রেনঊ সোমবার সকালে কাচেগুড়া রেল স্টেশনে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয় দু'টি ট্রেনেরঊ ভয়াবহ এই ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, সোমবার সকালে কাচেগুড়া রেল স্টেশনে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয় লিঙ্গমপল্লি-ফালাকনুমা ট্রেন এবং কুর্নুল সিটি-সেকেন্দ্রাবাদ হান্ড্রি এক্সপ্রেস ট্রেনেরঊ জোরালো সঙ্ঘর্ষের জেরে লিঙ্গমপল্লি-ফালাকনুমা ট্রেনের তিনটি বগি এবং কুর্নুল সিটি-সেকেন্দ্রাবাদ হান্ড্রি এক্সপ্রেস ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়ঊ দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান নিত্য যাত্রী এবং রেল কর্মীরাঊ দুর্ঘনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্ছপদস্থ আধিকারিকরাঊ রেল সূত্রের খবর, দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছেনঊ আপাতত উদ্ধারকাজ চলছে।

ওড়িশায় অজানা রোগে মৃত্যু হল ছয় শিশুর

ভুবনেশ্বর, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় গত দুই সপ্তাহ অজানা রোগে মারা গেল ছয় শিশু। এখনও সাতজন শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। শিশু মৃত্যুর কারণ এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে অজানা জ্বর বা ঠান্ডা থেকেই হঠাৎ অসুস্থ হয়েই এই মৃত্যু বলে মনে করছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

ওই গ্রামে একটি মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে। সেখানে একটি ক্যাম্পও খোলা হয়েছে গ্রামের অসুস্থ বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য। এছাড়াও এখনও পর্যন্ত সাতজন শিশু কালিমেলা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন সাত শিশুর রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য ভুবনেশ্বরে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান রক্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে আসল কারণ। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত শিশুরা মারা গিয়েছে তারা সবাই জ্বর, ঠাণ্ডা, সর্দি-কাশি এবং বমিবমি ভাবের কারণেই মারা গিয়েছে। এছাড়াও গ্রামবাসীদের অবহেলাতেই ওই সব খুদে শিশুদের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানান ওই স্বাস্থ্য আধিকারিক। তিনি আরও বলেন, শিশুদের বাবা-মায়েরা বিষয়টি অবহেলা করে ফেলে না রেখে যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসতেন তাহলে হয়তো শিশু গুলি প্রানে বেঁচে যেত।

অবশেষে ট্র্যাংকুলাইজড হল গোয়ালপাড়ার সন্ত্রাস 'লাডেন', মাত্র আধঘণ্টার সফল অভিযান বিধায়ক পদ্ম বাহিনীর

রংজুলি (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলি এলাকায় নরঘাতক 'লাদেন' নামে পরিচিত প্রকাণ্ড বুনো হাতিকে অবশেষ ট্র্যাংকুলাইজড করা হয়েছে। শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত সতিয়ার বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার নেতৃত্বে সোমবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ লাদেন পাকড়াও অভিযান শুরু হয়েছিল। সাতটি হাতি নিয়ে পরিচালিত অভিযানের অন্যতম সদস্য ছিলেন গোয়ালপাড়ার ডিএফও জীবানন্দ হাজরিকা, ডিম্বেশ্বর দাস প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, বুনো হাতি লাদেনের হামলায় গত ২৯ অক্টোবর ভোর থেকে মাত্র ১৭ ঘণ্টার ব্যবধানে এক বালক ও তিন মহিলা-সহ মোট পাঁচ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া গত দুবছরে পঞ্চাশের বেশি মানুষ তার হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন। লাদেন নামের হাতিটির আক্রমণে নিহত পাঁচজনের নিকট আত্মীয়দের তাৎক্ষণিকভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এককালীন চার লক্ষ টাকা করে সরকারি সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নরঘাতক লাদেনকে যে কোনও উপায়ে শীঘ্র ট্র্যাংকুলাইজড করতে বন দফতরকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

খবর পেয়ে বুনো হাতিদের কাবু করতে পৈত্রিক সূত্রে অভিজ্ঞ সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা ও তাঁর দাদা মৃদুল হাজরিকা (বাবা দা) 'লাদেন'কে ধরতে ময়দানে নামেন। তাঁর নিজের শিকারি 'রামু' এবং অন্য 'লক্ষ্মী' 'সরস্বতী'দের নিয়ে 'লাদেন' পাকড়াও অভিযান চালাতে গত শুক্রবার গোয়ালপাড়ার রংজুলিতে আসেন বিধায়ক পদ্ম। তিনি এসে প্রথমে ধূপধরায় বন দফতরের রেস্ট হাউসে বিভাগীয় পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর বিধায়ক হাজরিকা 'লাদেন'-এর সন্ধানে তথ্য সংগ্রহ করতে কন্যাকুচি বনাঞ্চলে গিয়ে হাজির হন তিনি। ইতিমধ্যে 'লাদেন'-এর অবস্থান জানতে ড্রোনের সাহায্য নেওয়া হয়। অত্যন্ত চতুর 'লাদেন' ঘন ঘন স্থান বদল করায় তার নির্দিষ্ট অবস্থান জানতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল বিধায়কের নেতৃত্বাধীন অভিযানকারী দলের।

অবশেষে আজ সোমবার সকালে তার নির্দিষ্ট অবস্থান নিশ্চিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গণেশ পূজার আয়োজন করে পিঠে দু-নলি বন্দুক ও খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে 'রামু'র পিঠে চড়ে অন্য ছয়টি শিকারি হাতি ও অভিযানকারী সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করেন পদ্ম হাজরিকা। এদিকে সেখানে জমায়েত আশপাশের গ্রামের মানুষজনকে সুরক্ষার প্রতি খেয়াল রেখে কোনও হইহট্টগোল না করতে বন দফতরের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। এর পর মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে খবর আসে 'লাদেন'কে ঘুম পাড়ানির গুলি ছুঁড়ে বশ করা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন শিকারি-বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে বিধায়ক পদ্ম অভিযান সম্পর্কে বলেন, তাঁর ইনফরমেশন সঠিক থাকায় লাদেনকে বশে আনতে সময় লাগেনি। একেবারে নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলে শূঁড় উঁচিয়ে 'রামু'র দিকে তেড়ে আসে দুর্ধর্ষ প্রকাণ্ড বুনো হাতি লাদেন। অগত্যা তিনি তাকে লক্ষ্য করে ঘুম পাড়ানির গুলি ছুঁড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অভিযানকারী এক সদস্যও অনুরূপ গুলি ছুঁড়ে তাকে কাবু করেন। পর পর দুটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে থমকে যায় লাদেন। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে। তিনি জানান, মনে হয়েছে লাদেন কিছুটা অসুস্থ। বয়সের ভারে। এবার বন আধিকারিকরা তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবেন। পরবর্তীতে তাকে সুস্থ করে তোলাই হবে প্রধান কাজ। লাদেন-কে ট্র্যাংককুলাজড করতে পশু দফতর থেকে পর্যাপ্ত ঘুম পাড়ানির ইঞ্জেকশন সংবলিত গুলি সরবরাহ করা হয়েছে। এই অভিযানে সহায়ককারী বন ও পশু দফতর এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা। বলেছেন, এখন থেকে এলাকার মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমতো পারবেন।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা এবং তাঁর বাপ-দাদারা নাকি এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০টি বুনো হাতিকে ট্র্যাংকুলাইজড করে বশে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 'লাদেন'কে পাকড়াও করা তাঁর কাছে কোনও বিশেষ অসুবিধা হবে না জেনেই অভিযানে নেমেছিলেন তিনি।

সোমবার সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত রাজধানী আগরতলাতে। ছবি- নিজস্ব।

কৃষি জমিতে নোনা জল ঢোকানোর প্রতিবাদে কৃষকদের পথ অবরোধ

বসিরহাট, ১১ নভেম্বর(হি,স) : একে রামে রক্ষে নেই, তারওপর সুগ্রীব দোসর। বসিরহাটের পিফা সোনাতলা বিলের কৃষকদের এমনই পরিস্থিতি বর্তমানে। একেই বুলবুলের আক্রমণে ক্ষতির মুখে কৃষকরা তার উপর অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে জমিতে নোনা জল ঢোকায় আরো বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। তারই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের কৃষকরা। চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকানোর প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে বসিরহাট নেজাট রোডের পিফা মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় কৃষকরা। পিফা পঞ্চায়েতের দেভোগ গ্রাম সংলগ্ন সোনা বিলের কয়েকশো কৃষক যোগ দেন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটা থেকে প্রায় এক ঘন্টা কৃষকদের অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে বসিরহাট ন্যাজাট রোডের যানচলাচল। অভিযোগ, সোনাতলা বিলের জমিতে ধান চাষ বন্ধ করে মাছ চাষের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন কিছু স্থানীয় অসাধু ব্যবসায়ী। কৃষকদের ধানের জমি মাছ চাষের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য করাতে মাঝেমধ্যেই জমির পাশ দিয়ে যাওয়া খালের বাঁধ কেটে নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় চাষের জমিতে। এর প্রতিবাদে আগেও দীর্ঘ আন্দোলনের পথে হেটেও কোন সুরাহা পাননি কৃষকরা। কৃষকদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার দরবার করা হলো অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত আটকাতে কোন পদক্ষেপই করা হয় না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এদিকে শনিবার বুলবুলের দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে জমি থেকে বৃষ্টির জল সরার আগেই আবারও খালের বাঁধ কেটে জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। তারই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভে নামেন গ্রামের কৃষকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বসিরহাট থানার পুলিশ। প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা।

কলকাতা হাইকোর্ট

আটের পাতার পর

সোমবার এই মামলার শুনানি হয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, রাজ্যের তরফে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট দেওয়া হবে।আদালত জানায়, রাজ্য এই ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, বিস্তারিত ভাবে জানাতে হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার ডেঙ্গুর আতঙ্ক দূর করতে পুর-কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক- এই দাবি করে কলকাতা পুরসভার বামপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে বামেদের মুখ্য সচেতক চয়ন ভট্টাচার্য মেয়রের হস্তক্ষেপ দাবি করে কথা বলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের সঙ্গেও।

রামনাথ কোবিন্দ

আটের পাতার পর

বিশ্ব-ভারতীর প্রাক্তনীরা বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইন্দিরা গান্ধী, সত্যজিৎ রায় থেকে অমর্ত্য সেন এরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নকেই শুধু বাস্তবায়িত করেননি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতে এরা নিজেদের অবদান রেখেছেন।
রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ব-ভারতী যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষাদানের মরুভূমিতে, যেখানে শিক্ষার্থীদের যন্ত্রমানব তৈরি করা হ'ত, তার মধ্যে এই জায়গাটি ছিল একটি মরুদ্যান-স্বরূপ। এই মরুদ্যানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরাত্মার চাহিদাকে পূরণ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন, দর্শন, সাহিত্য বা ইতিহাসের মতো বিষয় ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেই চলবে না, সঙ্গীত, অঙ্কন ও চারুকলার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী এখানে কৃষিবিদ্যা পড়ানোরও ব্যবস্থা ছিল। আর তাই শান্তির এই নিকেতন, শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি, তিনি গ্রামীণ এলাকার পুনর্গঠন ও গ্রামোন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতনেও একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, যার মাধ্যমে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।

জরুরী পরিষেবা

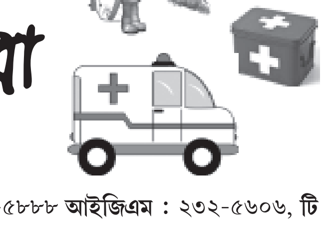

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্যারা টিচারদের আন্দোলন সল্ট লেকে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.): সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সোমবার বিকাশ ভবনের উল্টোদিকের ফুটপাথে হল প্যারা টিচারদের আন্দোলন।
বিকাশ ভবনের সামনে সমাবেশে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী একশো মিটারের মধ্যে তিনশোর মতো আন্দোলনকারী ধর্নায় বসতে পারবে। বাকি বিক্ষোভকারীদের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বসার আইনি নির্দেশ দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। সারা বছর ধরে ১৪৪ ধারা লাগু করা যায় না।
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মিলতেই আজ সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক মেলার মাঠে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নামলেন পার্শ শিক্ষকরা। পার্শ শিক্ষক ঐক্য মঞ্চ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ১৫ বছর ধরে তাঁরা কাজ করছেন। তাই তাঁদের সহ-শিক্ষকের মর্যাদা দিতে হবে। সঙ্গে পূর্ণ সময়ের শিক্ষকরা যে বেতন পান, সেই বেতন পরিকাঠামোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।
আজ বিজেপি পার্শ শিক্ষক মঞ্চের রাজ্য প্রধান প্রদীপ ঘোষ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, 'গতকাল ছুটির দিনে কলকাতা হাইকোর্ট একটি বিশেষ বেঞ্চে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতরের প্রধান ভবনের ১০০ মিটার বাইরে ৩০০ জন সমবেত হতে পারব। শান্তিপূর্ণভাবে বাকি জমায়েত করা যাবে ৩০০ মিটার দূরে। আমরা সেই নির্দেশ মেনেই সমাবেশ করছি।'
এ দিনের সমাবেশে রাজ্যের পার্শশিক্ষক ঐক্য মঞ্চ এবং পার্শশিক্ষক কল্যাণ সমিতিও অংশ নিচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানান, আন্দোলনকারীদের যাতে অযথা হয়রান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধাননগর পুলিশকে। না মানলে আদালত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। প্রদীপবাবু বলেন, রাজ্যে পার্শশিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার। তাঁদের বেতনের ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের এবং ৪০ শতাংশ রাজ্যের দেওয়ার কথা। যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ান তাঁদের মাসে ২৫ হাজার টাকা এবং যাঁরা মাধ্যমিকে পড়ান তাঁদের ২০ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্য দেয় অর্থ না দেওয়ায় আমরা সেই প্রাপ পাচ্ছি নাঊ" পার্শশিক্ষক ঐক্য মঞ্চর যুগ্ম আহ্বায়ক ভগীরথ ঘোষ জানান, "অনেক দিন ধরে আমরা পূর্ণ শিক্ষকের মত পড়াচ্ছি। অথচ উপযুক্ত স্বীকৃতি ও মর্যাদা পাচ্ছি না।'

"বছর বাঁচাও প্রকল্প"

আটের পাতার পর

থাকলে তাদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে নেওয়া হবে। তবে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের জন্য সময় একই থাকলেও ফর্ম পূরণের আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হবে বলে জানা গেছে।

শহীদ নূর হোসেনের মা

তিনের পাতার পর

পরিবারের অন্য মুরুব্বিরা বসে সিদ্ধান্ত নেবো।অবস্থান কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন- নূর হোসেনের ভাই দেলোয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, বোন শাহানা বেগমসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা।
গত রোববার (১০ নভেম্বর) জাপার মহানগর উত্তর শাখার আয়োজনে 'গণতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় রাঙ্গা বলেন, নূর হোসেন 'ইয়াবাখোর', 'ফেনসিডিলখোর' ছিলেন।এর পর থেকেই দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় বইয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও রাঙ্গার বিচার চায় সাধারণ জনগণ। তবে এ বিষয়ে রাঙ্গা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও মন্তব্য বা বিবৃতি দেননি।

কাঁকড়ার খামার

তিনের পাতার পর

সাকিবের ঘেরের বাঁধ মজবুত হওয়ায় তা ভাঙেনি। তবে পানিতে তলিয়ে গেছে। এছাড়া ঘেরের বেড়া নষ্ট হয়েছে।
বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভবতোষ ম-ল বলেন, এলাকার একটি কাঁচা ঘরবাড়িও ভালো নেই। সবই বিধ্বস্ত হয়েছে। মানুষের মাঝে হাহাকার পড়ে গেছে। সব মানুষই তাদের ঘরবাড়ি মেরামত করার চেষ্টা করছে। যে যেটুকু পারছে সেটুকু ঠিক করে নিচ্ছে। আমার ইউনিয়নে চার হাজারেরও বেশি কাঁচা ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে।সাকিবের কাঁকড়ার খামারের বিষয়ে তিনি জানান, ক্রিকেটার সাকিবের কাঁকড়ার খামারের কিছু টিনের বেড়া উল্টে গেছে। এছাড়া খামারের টিনের বাসাটিও উল্টে গেছে। তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সাকিব অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের সুপারভাইজার তৌফিক রহমান বলেন, মূলত খামারটি এখন বন্ধ রয়েছে। শীতের মৌসুমে তিন মাস কাঁকড়া পাওয়া যায় না। যে কারণে বর্তমানে প্রজেক্ট বন্ধ রয়েছে। বছরের ছয় মাস খামারের কার্যক্রম চলে। বাকি ছয় মাস বন্ধ থাকে। এই ছয় মাস খামারের পুকুরগুলো কাঁকড়া চাষের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে আমরা সেগুলো প্রস্তুত করছিলাম। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে পুকুরগুলো পানিতে ভেসে গেছে। খামারের টিনের বেড়াগুলো উল্টে পড়েছে। এছাড়া খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।তিনি জানান, সুন্দরবনের নদীগুলো থেকে কাঁকড়া সংগ্রহের পর সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে এখান থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নদী থেকে ৮০-১২০ গ্রাম ওজনের কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো প্রজেক্টের ফার্মে বক্সে রাখার পর নতুন করে খোলস বদলায়। খোলস বদলানোর পর সফট কাঁকড়া সংগ্রহ করে প্রসেসিং করে প্যাকেটজাত করা হয়। এগুলো বিদেশে অনেক দামে বিক্রি হয়।

শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

ছয়টি দেশের অবস্থান। সাগর ও মহাসাগর দ্বারা এসব মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য সাগর ও মহাসাগরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। বর্তমানে বিশ্বের সব সাগর ও মহাসাগর নানা সমস্যায় আক্রান্ত, যা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। কারও একার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটা সমাধান করা যাবে।শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর এলাকায় জলদস্যু, সন্ত্রাসী, মাদক, ডাকাতি, অস্ত্রপাচারকারী ও মানবপাচারকারীরা আগত নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এগুলো নিরসনে একযোগে কাজ করতে হবে।
সাগরের পরিবেশের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবছর সাগর-মহাসাগরগুলোতে যুক্ত হচ্ছে আট মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য। আমি বিশ্বাস করি কোনো একক দেশের পক্ষে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সকলের মিলিত হয়ে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।শেখ হাসিনা বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তেমনিভাবে ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ-২০১৯ পরিবেশবান্ধব শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এই ডায়ালগে যেমন সুপারিশ প্রদান করা হবে, এবং তা এই অঞ্চলের সম্পর্ক উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার সর্বোপরি এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এতে অর্জিত সাফল্য থেকে এই অঞ্চলের দেশগুলো শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং উপকৃত হবে। সবচেয়ে উপকৃত হবে আমাদের এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলো।নিয়মিত ঢাকা ডায়ালগের আয়োজন হোক- এই আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেমিনারে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ও বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মধ্যে কীভাবে যোগসূত্র স্থাপন করে বাংলাদেশসহ অন্যান্য সমমনা দেশগুলো তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পথযাত্রা নির্ধারণ করতে পারে, সেটি নিয়ে আলোচনা হবে। এতে প্রায় ৫০টি দেশের মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, আমলা, একাডেমিশিয়ান, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রোহিঙ্গা সমস্যা দ্রুত সমাধানে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ নভেম্বর(হি. স.) : রোহিঙ্গা সমস্যা দ্রুত সমাধানে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো অঞ্চলের জন্য হুমকি ।
সোমবার বাংলাদেশের রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'ঢাকা গ্লোবাল ডায়লগ-২০১৯' এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়এই পররাষ্ট্র নীতিতে আমরা বিশ্বাসী এবং আমরা এটাই মেনে চলি। এ কারণে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি মায়ানমার থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গা আসার পরও তাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হইনি। সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।
আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্যাতনের মুখে মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১১ লাখ রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। এ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে এ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।
আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। বলেন, বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় শত্রু দারিদ্র। সেটি একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

আরো জানান, মৃতদেহটি সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ এবং মৃতদেহে পচন ধরে গেছে সুতরাং মৃতদেহটি ৪/৫ দিন পূর্বের।এমনকি মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বছর হবে বলেও স্থানীয়দের ধারণা। তবে বজেন্দ্র নগর এলাকায় এ ধরনের অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।
অপরদিকে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধর জানান, বজেন্দ্র নগর এলাকা থেকে উনাদের কাছে একটি খবর আসে যে, বজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের গভীর জঙ্গলে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে উনি সহ কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার ও কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর একটি খালের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় মৃত দেহটি সরজমিন প্রত্যক্ষ করেন।পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে কদমতলা থানার পুলিশ।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আরো জানান, স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারেনি সুতরাং কদমতলা থানার পুলিশ সুষ্ঠুভাবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে।তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে পুলিশি তদন্ত অনেকটা সুবিধে হবে।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

আদালতে

● **প্রথম পাতার পর**

করেন এবং তাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন। তখন বুধিসত্ব বলেছিলেন কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বুধিসত্ব বাড়িতে না ফেরায় তাঁর মা পুণরায় ফোন করেন। তখন তিনি জানতে পারেন বুধিসত্ব জিবি হাসপাতালে। তিনি সাথে সাথেই জিবি হাসপাতালে যান এবং ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। বুধিসত্বের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ একটি হত্যা মামলা নিয়েছিল। মামলায় সুমিত চৌধুরী, সুমিত বনিক, সুকান্ত বিশ্বাস এবং অমর শরিফ নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আদালতে চার্জশিট পেশ করে। গত ৮ নভেম্বর আসামী পক্ষের আইনজীবী আসামীদের জামিনের আবেদন জানায় আদালতে। সোমবার আদালতে ওই জামিনের আবেদনের উপর শুনানী হয় এবং বিচারক জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ। রাস্তার উপর গাড়ি উল্টে যাওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাস্তার দুই পাশে আটকে পরে যানবাহন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

বাদল চৌধুরীকে

● **প্রথম পাতার পর**

দিয়েছে আদালত। আদালত এদিন বলেছে, সুনীল ভৌমিকের পক্ষে আজ কোনও জামিনের আবেদন জমা পড়েনি। তাই তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

অশোক সিঙ্ঘালকে

● **প্রথম পাতার পর**

মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন করে গিয়েছেন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণ করার জন্য যে রায় দিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘালকে ভারত রত্ন দেওয়ার দাবী জানান সুদীপ রায় বর্মন।

পশু

● **প্রথম পাতার পর**

বক্তব্য রাখেন হদার মুখপাত্র রত্ন সাধন জমাতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হদা অক্রা পুলিন্দ্র কুমার জমাতিয়া, হদার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ও গড়িয়া একাডেমির ম্যানেজার পদ্ম জমাতিয়া প্রমুখ।

মহিলাদের

● **প্রথম পাতার পর**

সিনহা ঘটনাস্থলে এসে গ্রামবাসীদের আন্দোলনে যোগ দেন এবং ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। অবিলম্বে পানীয় জলের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

বুকের ব্যথায় অসুস্থ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত, ভর্তি লীলাবতী হাসপাতালে

মুম্বই, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতঊ সোমবার বুকে ব্যথা অনুভব করেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত, এরপরই তাঁকে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ তবে, চিন্তার কোনও কারণ নেইঊ সঞ্জয় রাউতকে আপাতত বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন লীলাবতী হাসপাতালের চিকিতকরাঊ সঞ্জয় রাউতের ভাই এবং শিবসেনা বিধায়ক (ভিখরোলি) সুনীল রাউত জানিয়েছেন, 'গত কয়েকদিন ধরে বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন দাদাঊ তিনি চেক-আপের জন্য গিয়েছিলেনঊ চিকিতকরা দু'-এক দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেনঊ ভয় পাওয়ার কিছুই নেইঊ মঙ্গলবারই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে তাঁকেঊ' প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে বিজেপি ও শিবসেনার মধ্যেঊ সোমবার সকালেই বিজেপিকে আক্রমণ করে সঞ্জয় রাউত বলেছিলেন, 'ঔদ্ধত্যের কারণেই মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে চাইছে না বিজেপিঊ মহারাষ্ট্রের জনগণকে অপমান করা হচ্ছে।

প্রয়াত টি এন শেষনকে স্বরণ করে শ্রদ্ধা জানলেন সোনিয়া-রাহুল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনকে স্বরণ করে শ্রদ্ধা জানলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ঊ সোমবার কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী কমিশনকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান করে তোলায় তাঁর ভূমিকা স্মরণ করেন ঊ অন্যদিকে, টুইটারে প্রয়াত মুখ্য নির্বাচন কমিশনের স্থাপন করা ঐতিহ্য স্মরণ করে বর্তমান জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করেন এই কংগ্রেস সাংসদ রাহুল।এদিন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী কমিশনকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান করে তোলায় প্রয়াত টি এন শেষনকে ভূমিকা স্মরণ করে করেন ঊ তিনি বলেন, এক পোড়খাওয়া আমলা হিসাবে, যিনি ক্যাবিনেট সচিব পর্যন্ত হয়েছিলেন, শেষনকে সবসময় মনে থাকবে দেশের নির্বাচন কমিশনকে মজবুত ও একাধিক সুদূরপ্রসারী নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়িত করায়।
এদিকে, রাহুল গান্ধী টুইটারে লেখেন, নির্বাচন কমিশনাররা একসময় নিরপেক্ষ, সাহসী, ভীতির কারণ ছিলেন, সম্মানের পাত্র ছিলেন, যা আজকাল দেখা যায় না। শ্রী টি এন শেষন ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রয়াণে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানাই।
প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের ঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। নয়ের দশকে সুদূরপ্রসারী নির্বাচনী সংস্কার ঘটানো, মডেল আচরণবিধি অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করান শেষনে ১৯৫৫ ব্যাচের তামিলনাড়ু ক্যাডারের আইএএস অফিসার ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সরকারি আমলা হিসেবে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতার জন্য ১৯৯৬ সালে রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। অবসরের পরে ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে ৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেশন।

রাজ্যপালের

● **প্রথম পাতার পর**

দলনেতা উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরে। রাজভবন থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, "আমরা রাজ্যপালকে বলেছিলাম আরও দু'দিন সময় দেওয়া হোক। কিন্তু তা পাইনি। আমাদের সরকার গঠনের দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। কিন্তু সময় দেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার গঠনের চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব।" কিন্তু ততক্ষণে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আপাতত মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এনসিপি-র উপরেই নির্ভরশীল।
মহারাষ্ট্রের রাজনীতি কোন পথে যাচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এর মধ্যেই কথা হল শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর। সোমবার সন্ধ্যায় দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বাইরে থেকে সমর্থন দিতে রাজি হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী।
শিবসেনা মাত্র ৫৬ জন বিধায়ক নিয়ে সরকার গড়ার পথে এগিয়েছে। তাঁদের সঙ্গী হতে পারে এনসিপি। আর বাইরে থেকে সমর্থন দিতে পারে কংগ্রেস। কংগ্রেসের সমর্থন না পেলে কোনওভাবেই মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করতে পারবে না কেউ এটা প্রথম থেকেই স্পষ্ট। তাই সোনিয়ার গান্ধীকে ফোন করলেন শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে।
কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিরোধী সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। এদিকে কংগ্রেস শিবসেনাকে সমর্থন দেবে কিনা অথবা কীভাবে সমর্থন দেবে তাই নিয়ে দোটানা রয়েছে। শিবসেনার সঙ্গে বৈঠক ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে।
অন্যদিকে এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার দাবি করেছেন মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিধায়কেরা দল বদলে রাজি আছেন। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে সাতজন বিজেপি বিধায়ক নতুন জোটে যোগ দিতে পারেন বলেও দাবি করেছেন অজিত। তবে সব মিলিয়ে মহারাষ্ট্রের সরকার গঠনের প্রক্রিয়া যে ফের একবার জমে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আইপিএফটি

● **প্রথম পাতার পর**

সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটির অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা জানান, সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক টেরিটরিয়াল কাউন্সিল গঠনের কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নে ত্রিপ্রাল্যান্ড গঠন কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগত ভাবে সমর্থন করেছেন। সেই জন্য গত ২০০৯ সাল থেকে আইপিএফটি ত্রিপুরায় এবং দিল্লীতে লাগাতর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
তিনি জানান, আর কাল বিলম্ব না করে অভিলম্বে তিপ্রাল্যান্ড গঠনে যথোপযুক্ত বিল প্রনয়ন ও পার্লামেন্টে উৎথাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক, ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক মূল্যায়নের জন্য গত ২০১৮ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার হাই লেভেল কমিটি গঠন করেছিলেন। ওই হাই লেভেল কমিটি গঠনের ২ মাসের মধ্যে তাদের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে দাখিল করার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু ১ বছরের বেশি সময়ের মধ্যেও ওই রিপোর্ট এখনো দাখিল করা হয়নি।
মঙ্গলবাবু আরও বলেন, উক্ত হাই লেভেল কমিটি গত বছর অক্টোবর মাসে এবং এই বছর ১৬ এবং ১৭ই অক্টোবর রাজ্য সফরে এসে ত্রিপুরা সরকার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও গণ সংগঠন গুলোর সাথে বৈঠক করে তাদের মতামত নিয়েছিলেন।
সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে মডালিটি কমিটি তাদের সুপারিশ সহ পুর্নাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
তিনি বলেন, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল সংশোধনী বিল ২০১৯ সংসদের আগামী অধিবেশনে পাশ করার জন্য দাবী জাননো হচ্ছে। তাছড়া রিয়াং শরণার্থীদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছে আইপিএফটি। সেই সাথে, এডিসিতে ক্ষমতার পালাবাদল এবং এডিসি এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে স্বচ্ছ জনমুখী প্রশাসন উপহার দেবার জন্য আইপিএফটি সম্ভাব্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

আগরতলা বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সভায় এছাড়াও আলোচনা করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে ও সম্পাদক প্রণব সরকার, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ড় অরুণোদয় সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে সহ অন্যান্যরা। আজকের এই প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। বইমেলার প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজ্যের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৩৮তম আগরতলা বইমেলার সফল আয়োজনের লক্ষ্যে ১টি আয়োজক কমিটি, ১টি স্টিয়ারিং কমিটি ও ৮টি সাব-কমিটি গঠনের উপর প্রস্তাব করা হয়। এই আলোচনাসভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তীতে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার চেয়ারম্যানশিপে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির কাছে পাঠানো হবে।

স্বাক্ষর

● **প্রথম পাতার পর**

চালু করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানান। তিনি রুদ্রসাগরে পর্যটকদের সুবিধার্থে ভাসমান জেটি-রও উদ্বোধন করেন। মউ-স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম দাস, পর্যটন দফতরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ।

াঙ্গন

চেন্নাইয়িন এফসি'কে হারিয়ে আইএসএলের জয়ের মুখ দেখল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : চলতি আইএসএলের জয়ের প্রথম মুখ দেখল বেঙ্গালুরু এফসি। না হারলেও চলতি আইএসএলের প্রথম তিন ম্যাচে জয় অধরা ছিল বেঙ্গালুরুর। অবশেষে রবিবার ঘরের মাঠে কাঙ্খিত জয় পেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। চতুর্থ ম্যাচে দু'বারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি'কে ৩-০ গোলে হারাল কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। টুর্নামেন্টে গোলের খাতা খুললেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। বাকি দু'টি গোল করলেন এরিক পারতালু ও সেমবোই হাওকিপ। ম্যানুয়েল ওনবুর পরিবর্তে আপফ্রন্টে এদিন সুনীল ছেত্রীর পাশে প্রথমবারের জন্য একাদশে জায়গা করে নেন প্রতিশ্রুতিমান স্ট্রাইকার আশিক কুরুনিয়ান। পাশাপাশি চোট সারিয়ে মরশুমে প্রথমবার এদিন বেঙ্গালুরু জার্সি গায়ে মাঠে নামেন অজি মিডফিল্ডার এরিক পারতালু। কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া ব্লুজ'রা এদিন শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলা শুরু করে। একাধিকবার বিপক্ষ বক্সে হানা দিয়ে আসেন সুনীল-উদান্তারা। গোল পেতেও খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি কুয়াদ্রাতের ছেলেদের।

প্রথম কোয়ার্টারেই সেটপিস ডেডলক ভাঙেন মরশুমে প্রথমবারের জন্য মাঠে নামা পারতালু। ১৪ মিনিটে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দিমাস দেলগাদোর কর্নার থেকে অনবদ্য হেডে স্কোরলাইন ১-০ করেন তিনি। ফের ২৫ মিনিটে চেন্নাইয়িন এফসি'র প্রাক্তনী রাফায়েল অগাস্তোর লম্বা বাড়ানো বল ধরে জোরালো শটে বিশাল কাইথকে পরাস্ত করেন ভারত অধিনায়ক।

০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা খোলস ছেড়ে বেরনোর চেষ্টা করে অ্যাওয়ে দল। ৮৪ মিনিটে বিপক্ষ গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে দেলগাদোর বাড়ানো বল আলতো টোকায় জালে রাখেন নিশু কুমারের পরিবর্ত হাওকিপ। পাশাপাশি ৭৫ মিনিটে তিন গোলের সঙ্গে সঙ্গে চলতি আইএসএলে প্রথমবার তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে বেঙ্গালুরু এফসি।

ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেন ম্যাক্সওয়েল

মানসিক সমস্যায় ভুগছেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।তাই অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেন তিনি।চলতি শ্রীলঙ্কা সফরে তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে না তাকে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের মনোবিদ মাইকেল লয়েড বলেছেন, 'মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এই কারণেই ও কিছু সময় কাটাতে চাইছে ক্রিকেট থেকে দূরে। সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে ও নিজেই সক্রিয়। সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে এটা নিয়ে ও খাটছেও।'যদিও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন তিনি।মাত্র ২৮ বলে ৬২ রানের বিস্ফরক ইনিংস দেখা যায় তার ব্যাট থেকে।যার সাহায্যে ২৩৩ রানের বিশাল লক্ষ্য শ্রীলঙ্কাকে দিতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে শীর্ষস্থানে লিভারপুল

লিভারপুল, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পক্ত করল লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে প্রিমিয়র লিগের মুখোমুখি লড়াইয়ের আগে দু'দলের মধ্যে ফারাক ছিল ৬ পয়েন্টের। ১১ ম্যাচে লিভারপুল দাঁড়িয়েছিল ৩১ পয়েন্টে। সমসংখ্যক ম্যাচে সিটির দখলে ছিল ২৫ পয়েন্ট। এই ম্যাচটায় গুয়ার্দিওলার দল ক্লপদের টেক্কা দিতে পারলে ব্যবধান তিন পয়েন্টে কমিয়ে আনতে পারত। তা হলে দ্বিপাক্ষিক লড়াইটা শুরু থেকেই আরও টান টান হতে পারত। ঘরের মাঠে ম্যান সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়র লিগের শীর্ষস্থান আরও কিছুটা মজবুত করল লিভারপুল।

শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ ছিল লিভারপুলের হাতে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই জোড়া গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে সিটির ঘাড়ে আরও একটি গোল চাপায় ক্লপরা। শেষ দিকে ব্যবধান কমাতে সক্ষম হলেও বিশেষ প্রভাবশালী ফুটবল খেলতে ব্যর্থ হয় ম্যাঞ্চেস্টার। লিভারপুলের হয়ে প্রথমার্ধে ফ্যাবিনহো ও মহম্মদ সালাহ গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে গোব করেন সাদিও মানে। শেষ বেলায় সিটির হয়ে ব্যবধান কমান বার্নাদর্তো সিলভা।

এই জয়ের সুবাদে লিভারপুলের পয়েন্ট দাঁড়ায় ১২ ম্যাচে ৩৪। সিটি পড়ে থাকে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ দু'দলের মধ্যে ৯ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি হয়ে। লিভারপুল শীর্ষস্থানে আরও জাঁকিয়ে বসলেও সিটি নেমে যায় চতুর্থ স্থানে। ১২ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লেস্টার সিটি। ২৬ পয়েন্ট নিয়েই তিন নম্বরে আছে চেলসি। অন্য ম্যাচে ব্রিটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ১৫ থেকে এক লাফে ৭ নম্বরে চলে আসে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ১৬।

প্রথম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে হ্যাটট্রিক চাহারের

নাগপুর, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রথম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালীন সেরা বোলিং করার বিশ্বরেকর্ডও গড়লেন তিনি। বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে চাহার ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে ৩০ রানে হারিয়ে ভারতের ম্যাচ তথা সিরিজ জয়ের প্রধান কারিগর হয়ে থাকলেন দীপক চাহার। দীপক ৩.২ ওভার বল করে ৭ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট নেন দীপক। এটি এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এই নিরিখে চাহার ভেঙে দেন শ্রীলঙ্কান রহস্য স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসের রেকর্ড। মেন্ডিস ২০১২ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৮ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট নিয়েছিলেন। এতদিন সেটিই ছিল আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এবার থেকে সেই রেকর্ডের পাশে লেখা থাকবে দীপক চাহারের নাম।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ৬টি উইকেট নেওয়া দ্বিতীয় ভারতীয় হলেন দীপক। তাঁর আগে যুবেন্দ্র চাহাল ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৫ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। অজন্তা মেন্ডিস ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে এই চার বার মাত্র কোনও বোলার ৬টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন।

হা স্তে বেরেমনি মুড়াসিং হদা হুকুম তের ২০১৯

স্থান ঃ পতিছড়ি (মুড়াসিং পাড়া), শান্তিরবাজার, দঃত্রিপুরা।
শুভ উদ্বোধন ঃ ১২ই নভেম্বর, ২০১৯ইং, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

শুভ উদ্বোধন

উদ্বোধক
শ্রীযুক্ত যীষ্ণু দেববর্মা, উপমুখ্যমন্ত্রী,ত্রিপুরা সরকার
প্রধান অতিথি
শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ, পশ্চিম ত্রিপুরা
শ্রীযুক্ত প্রনজিৎ সিংহ রায়, কৃষি ও পর্যটন মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।
বিশেষ অতিথি
শ্রীযুক্ত পরীক্ষিত মুড়াসিং, কার্য নির্বাহী সদস্য, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ
শ্রীযুক্ত প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক, ত্রিপুরা সরকার
শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায় ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রীযুক্ত শংকর রায়, বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রীযুক্ত বিভীষন চন্দ্র দাস, সহ সভাধিপতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ
শ্রীযুক্ত গৌরীশংকর রিয়াং, চেয়ারপার্সন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ
শ্রীযুক্ত পদ্মলীলা জমাতিয়া, হদা অক্রা (জমাতিয়া হদা)
সম্মানিত অতিথি
শ্রীযুক্ত দেবপ্রীয় বর্ধন, ডি এম দক্ষিণ জেলা
শ্রীযুক্ত পদ্মমোহন জমাতিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান, শান্তিরবাজার পুর পরিষদ
সভাপতি
শ্রীযুক্ত নয়নকুমার মুড়াসিং, আহ্বায়ক হদা তুইফাং বদল
মেলায় সকলের সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি
ধন্যবাদান্তে-

নরেন্দ্র মুড়াসিং
সম্পাদক, মেলা কার্যকরী কমিটি
মুড়াসিং হদা হুকুম তের ২০১৯

আহ্বায়ক
অর্ঘ্য সাহা, মহকুমা শাসক
শান্তিরবাজার, দঃ ত্রিপুরা

ICA/D/1228/2019-20

Ambedkar College, Fatikroy
Notice inviting Quotation (2nd Call)

The Ambedkar College, Fatikroy, Unakoti Tripura, invites Sealed Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers/Agency for supply and installation of CCTV camera at different sections and buildings of Ambedkar college. Bidding details ie items specifications, job description, Terms and conditions will be available in the college website www.actripura.edu.in from 8th November, 2019. The interested agencies may submit sealed quotation in English language by 25th November, 2019, upto 4:00 PM

Dr.Subrata Sharma
Principal in-charge

ICA-C/1575/2019 -20

জীবন ও সমাজের সুস্থতার জন্য নেশার বিরুদ্ধে হোক সম্মিলিত যুদ্ধ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. - 09/EE/WR/D-V/KMP/2019-20. **Date: 06.11.2019**

The Executive Engineer W.R. Division No-V, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura in separate seal cover tender in PWD Format F-7, the dropping date on 28th November 2019 upto 3.00 p.m for the following works. The last date of application for tender form will be received upto 22nd November 2019 and issuing the tender form for each work from 22 November, 2019 to 26th November 2019 upto 4.00 PM.

(1) Name of work: Renovation of MI Scheme under Water Resource Sub-Division Gandacherra during the year 2019-20/SH:- Rewinding of motor at different MI Scheme. (2nd call)

DNIT No-06/EE/WR/D-V/KMP/2019-20

Estimate Cost Rs. 3,89,090/- E/M Rs. 3,891/- Time: 01 (One) years

NB Other necessary information can be seen in the Division Office

610115
ICA-/C-1583/2019 -20

(Er M. Debnath) Executive
Engineer WR Division No.-V.
Kamalpur. Dhalai Tripura

দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।

PNIT NO: ePT16/EE/RD/KCP/DIV/2019-20 Dt. 07/11/2019

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender for 02 (Two) Nos. construction projects and 01 (One) No. supply of GenSet from eligible bidders up to 5.00 PM of 20/11/2019. For detailed information kindly visit https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be made available at the website only.

ICA-/C-1579/2019-20

Executive Engineer RD
Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতঙ্ক - তাই বর্জন করুন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক।

NOTIFICATION

Government has decided to renovate the existing office Building of the Directorate of Sainik Welfare, Tripura, Nehru Office Complex, Gorkhabasti and shift the office temporarily to Sainik Rest House, Agartala near Shyamali Bazar, Fire Service Station.

2. It is requested that all correspondence to the Directorate of Sainik Welfare, Tripura be sent at the address given below with immediate effect:

Director, Directorate of Sainik Welfare, Tripura Near Shyamali Bazar, Fire Service Station P.O. Kunjaban Pin Code 799006

3. This will take with immediate effect.

সকলের অঙ্গীকার - করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যবহার

ICA/D/1232/2019-20

(AK Debbarma) Director
(In Charge) Directorate of
Sainik Welfare, Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভারতবর্ষের পরম্পরা ও ঐতিহ্য চিরন্তন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ভারতবর্ষে হিন্দ, মুসলিম, জৈন, খীষ্টান, বৌদ্ধ, মণিপুরী প্রভ'তি সম্পদায়ের মানুষ বাস করেন। আমাদের রাজ্যেও ১৯টি জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। তাদের ভাষা, খাদ্য, পোশাক, ধর্ম ভিন্ন হলেও আমরা এক ও অভিন্ন। এটাই ভারতবর্ষের পরম্পরা ও ঐতিহ্য। মণিপুরীদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি খুবই সমৃদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় রাধানগরস্থিত রাধামাধব জিউ মন্দিরে রাজ্যের সর্বপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী রাধামাধব মহারাস উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ থেকে ২২১ বছর পূর্বে ১৭৯৮ সালে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম শ্রীশ্রী রাধামাধব মহারাস উৎসব পালন করা হয়েছিলো। প্রদীপ জেলে এই মহারাস উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, মণিপুরী সমাজ এক সুসংহত সমাজ। তাদের আচার, আচরণ, ধর্মাচরণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সংস্ক'তি অনুকরণীয়। মহিলারাও রাতভর রাসলীলায় মেতে উঠেন। আমাদের রাজ্যের মহারাণী তুলসীবতীও ছিলেন মণিপুরের রাজকন্যা। তাঁর সময়ে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্ক'তি অনেকদূর পৌঁছেছিলো। তিনি রাজতন্ত্রকে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মণিপুরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন্দ্র সিং-এর সাথে দেখা হলেই তিনি রাজ্যের সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সত্যেই সুন্দর। রাধামাধব সত্যের জয় চেয়েছিলেন। সত্যের জন্য কি কি বলিদান দিতে হয় সেটা মহাভারতের শ্রীক'ষ্ণ বিশ্বকে দেখিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মই মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে যায়। আজ রাজ্যবাসীর মননে, চিন্তনে পরিবর্তন এসেছে। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও একত্মতার মেলবন্ধন হয়েছে। কিন্তু আগের সরকার সে পথে হাঁটেনি। বিভেদ, অনৈক্য ছিলো নিত্যসঙ্গী। আজ মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা বেড়েছে। একে অন্যের ধর্ম ও সংস্ক'তিকে সম্মান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষে প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ বাস করেন। গত ৯ নভেম্বর রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদের সুপ্রিমকোর্টের রায়ে ভারতের সংস্ক'তি ও পরম্পরার জয় হয়েছে। ১৩০ কোটি ভারতবাসী এই বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান জানিয়েছেন। এটাই ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐক্য, ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি।

রাধামাধব মন্দির উন্নয়নের জন্য ৫ দফা দাবি সনদ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন মন্দির উন্নয়ন কমিটির সদস্য সুমন ভ-াচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ-সম্পাদক প্রবীণ সিংহ। উল্লেখ্য, ১৭৯৮ সালে মণিপুরের মহারাজা রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা হরিশেশ্বরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্যের। রাজকন্যা তখন মণিপুর থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রাধামাধবের বিগ্রহ।

ত্রিপুরার রাজা মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজধানী পুরাতন আগরতলার মেঘলীপাড়ায়। সেখানেই প্রথম পালিত হয়েছিলো রাস উৎসব। আর এভাবেই ত্রিপুরায় রাস তথা মণিপুরী সংস্ক'তির সূচনা ঘটেছিলো।

পরবর্তী সময়ে রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর রাধামাধব মন্দিরটিও স্থানান্তরিত হয় এবং রাধানগরে শ্রীশ্রী রাধামাধবের বিগ্রহটি স্থাপন করা হয়। এই মহারাস উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বর্ণময় সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এতে মণিপুর থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পী লাউনাওজম হরিদাস সিং ও তার দল মণিপুরীদের নট সংকীর্তণ পরিবেশন করেন। এছাড়াও ইম্ফল, রাণীরবাজার, বৃদ্ধনগর প্রভ'তি স্থান থেকে আগত শিল্পী ও গোপীগণ নৃত্য ও সংগীতে আসর মাতিয়ে তোলেন। এ উৎসব উপলক্ষে এখানে এক বড় মেলাও বসে। রাধামাধব মন্দির মণিপুরী যুব সমাজ কমিটি এই মহারাস উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবে দর্শনার্থীদের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষ্যণীয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা ্াপন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর থেকে এই উৎসব শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক বরোদা ভট্টাচার্য।

সোমবার আগরতলা বইমেলার প্রথম প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ও সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি-নিজস্ব।

রাজ্যে ছাত্রস্বার্থে চালু হতে চলেছে "বছর বাঁচাও প্রকল্প"

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।। ''বছর বাঁচাও প্রকল্প''। ছাত্রস্বার্থে চালু হতে চলেছে ওই প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিকে দুটি বিষয়ে যারা ফেল করবে কয়েক মাসের মধ্যে তাদের পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়া, কোনো কারণে কেউ তিনটি পরীক্ষা দিয়ে বাকি দুটি পরীক্ষা দিতে না পারলে তাদেরকেও এই সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শর্ত একটাই- তিনটি পরীক্ষায় ন্যূনতম ১৫০ নম্বর পেতে হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এমন অনেকগুলি সংস্কার নিয়ে আসছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্য সরকার রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলে সিবিএসই পাঠক্রম চালু করেছে। মূলতঃ তাদের ক্ষেত্রেই এই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এই ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে যথাক্রমে আগামী ২০২১ এবং ২০২০ শিক্ষা বর্ষে। তাদের জন্য এনসিইআরটি''র ধাঁচে পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাইছে রাজ্য সরকার।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যে পাশ মার্কস ছিল ৩৪। কিন্তু ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে তা ৩০ হয়ে যায়। এই পদ্ধতি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সাল থেকে পাশ নম্বর হতে চলেছে ৩৩। আগে মাধ্যমিকে লিখিত ৮০ এবং প্র্যাক্টিক্যাল ২০ মিলে একশোর মধ্যে ৩০ পেলেই হতো। ২০২১ সাল থেকে লিখিত ৮০ পরীক্ষার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পেতে হবে ২০ নম্বর। বাকি ২০ নম্বর চারটি স্তরে ভাগ হবে। স্কুলে হাজিরা, যান্মাষিক পরীক্ষা, টেস্ট ও নোট এই চারটি ভাগে থাকবে ৫ নম্বর করে। এবার থেকে ছাত্রছাত্রীরা চাইলে ইংরেজী ও বাংলার পাশাপাশি ষষ্ঠ সাবজেক্ট হিসাবে ককবরক, মিজো'র মত ভাষাও নিতে পারবে। এর সুবিধা হবে, মূল পাঁচটির মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে ফেল করলে এই সাবজেক্টটিকে মেইন করে পাশ করা যাবে।

২০২১ সাল থেকে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য চালু হতে চলেছে বছর বাঁচাও প্রকল্প। ছাত্রছাত্রীরা তিনটি বিষয়ে ১৫০ নম্বর পেলে বাকি ২টি বিষয়ে ফেল করৰে তাদের যাতে একটি বছর নষ্ট না হয় তারজন্য জুলাই মাসে আরো একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে ৩টি পরীক্ষা দেওযার পর যদি কেউ বাকি ২টি পরীক্ষায় বসতে না পারে তবে তাদেরকেও এই দুটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও এই তিনটি পরীক্ষায় ১৫০ নম্বর পেতে হবে এবং এই পরীক্ষায় পাশ করলে তাদেরকে পরবর্তী ক্লাশে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হবে। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই দুটি নিয়ম চালু হচ্ছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে ২০২১ সাল থেকে অঙ্কের দুটি প্রশ্নপত্র থাকবে। এগুলোর একটি হবে বেসিক এবং স্ট্যান্ডার্ড। যারা অঙ্কে আগ্রহী নয় তাদের জন্য থাকবে বেসিক ও যারা অঙ্কে বেশি আগ্রহী তাদের জন্য থাকবে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন। তবে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েও কেউ যদি ফেল করে তবে তাদের জন্য বছর বাঁচাও প্রকল্পের সুযোগ থাকবে মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেসিক নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার। এছাড়া, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর যারা ফেল করবে তারা যাতে ড্রপআউট হয়ে না যায় তারজন্য এই ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তীতে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হবে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়ারদের জন্য থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। পরীক্ষার সময়ে টুর্ণামেন্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারি অর্থে যাতে জনগণের উপকার হয় , আধিকারীকদের লক্ষ্য রাখতে বললেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর ।। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হল ঘরে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভা সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, জিলা পরিষদের সদস্যরা যাতে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। সে বিষয়ে তাদেরকে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেসব বিষয় নিয়ে জিলা পরিষদের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যই সরকারি প্রকল্প গুলি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সরকারি আধিকারিকরাও তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করছেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, পঞ্চায়েত স্তরে অব্যায়িত যে অর্থ রয়েছে সেগুলি একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে খরচ করার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারি অর্থে যাতে জনগণের উপকার হয়। বৈঠকে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। তিন মাস পরপর এ ধরনের বৈঠক করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও সরকারি কর্মসূচিগুলি যথাসময়ে যথাযথভাবে রূপায়িত করতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক আহ্বান জানিয়েছেন।

হায়দরাবাদে দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ : আহত কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী, দুঃখপ্রকাশ রেলমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দু'টি ট্রেনঊ সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কাচেগুড়া রেল স্টেশনে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয় দু'টি ট্রেনেরঊ ভয়াবহ এই ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ তবে, কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেনঊ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে ওসমানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ রেল সূত্রের খবর, সোমবার সকালে কাচেগুড়া রেল স্টেশনে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয় লিঙ্গমপল্লি - ফালাকনুমা মাল্টি-মডেল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (এমএমটিএস) ট্রেন এবং কুর্নুল সিটি - সেকেন্দ্রাবাদ হান্ড্রি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (১৭০২৮) ট্রেনেরঊ জোরালো সঙ্ঘর্ষের জেরে লিঙ্গমপল্লি-ফালাকনুমা ট্রেনের তিনটি বগি এবং কুর্নুল সিটি-সেকেন্দ্রাবাদ হান্ড্রি এক্সপ্রেস ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমএমটিএস সার্ভিসের ছ'টি বগি এবং হান্ড্রি এক্সপ্রেসের তিনটি কামরাঊ দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান সাধারণ যাত্রী এবং রেল কর্মীরাঊ দুর্ঘনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্ছপদস্থ আধিকারিকরাঊ রেল সূত্রের খবর, দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছেনঊ সঙ্ঘর্ষের পরই কেবিনে আটকে পড়েন এমএমটিএস ট্রেনের পাইলট (চালক)। গুরুতর জখম হন তিনি, কেবিনের ভিতরেই অক্সিজেন সরবারহ করা হয় এবং গ্যাস কাটার দিয়ে কেবিন কেটে চালককে উদ্ধার করা হয়ঊ সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ১২ জন আহত হয়েছেনঊ ১২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে ওসমানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তাঁদের মধ্যে দু'জনকে প্রাথমিক চিকিতার পর ছেড়ে দেওয়া হয়ঊ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমএমটিএস ট্রেনের ছ'টি বগি এবং হান্ড্রি এক্সপ্রেসের তিনটি কামরাঊ এই রেল দুর্ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে কাচেগুড়া রেল স্টেশনে প্রথম থেকেই দাঁড়িয়েছিল কুর্নুল সিটি-সেকেন্দ্রাবাদ হান্ড্রি এক্সপ্রেস ট্রেনঊ সামনে থেকে ওই রেললাইনেই চলে আসে লিঙ্গমপল্লি-ফালাকনুমা ট্রেনঊ ফলে দু'টি ট্রেনের মধ্যে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়ঊ হায়দরাবাদে দু'টি ট্রেনের সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলঊ টুইট করে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'হায়দরাবাদে বেদনাদায়ক ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেলাম। সহায়তা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে ততণাতনির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ আহতদের চিকিতার ব্যবস্থা করেছে রেল।

এনএসএসের বিশেষ ক্যাম্প উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। সোমবার উদয়পুর পিত্রা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাঁত দিন ব্যাপী এন এস এস এর বিশেষ ক্যাম্প শুরু উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির। সাঁত দিন ব্যাপী এন এস এস এর বিশেষ ক্যাম্পের ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের সহ অধিকর্তা বনজিৎ বাগচী, জেলা পরিষদের সদস্য শুক্লা মজুমদার, পিত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা রানি দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার সরকার প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এদিন বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো বেশ লক্ষ্যণীয়।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে 'বাংলা ভাষার বঞ্চনার' প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে তৃণমূল কংগ্রেস

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.): জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেইন)-এ 'বাংলা ভাষার বঞ্চনার' প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে দুপুর একটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল ছাত্র সংগঠন।

এই অবস্থান থেকে বাংলা ভাষায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালুর দাবি জানায় তৃণমূল। অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূলের ছাত্র ও যুব নেতারা। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক শান্তনু সেন ও নির্মল মাঝি, মেয়র পরিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস, জীবন সাহা, সৌম বক্সি, অলোক দাশ প্রমুখ। তাঁরা এ ব্যাপারে লেন্দ্রের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে প্রশ্ন করেন, কোন যুক্তিতে গুজরাটি ভাষায় এই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে?

এর আগে, শুক্রবার ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বাংলয় নেওয়ার দাবি নিয়ে সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী ও কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল মান্নান সহ এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের দ্বারস্থ হন। তাঁরা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। রাজ্যপাল সবকিছু শোনার পর তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন তিনি বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার মূল কর্তব্য। বিষয়টি তিনি অগ্রাধিকার দেবেন।

পুলিশী তল্লাশির ওপর নজর রাখতে এবার 'অদৃশ্য চোখ'

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.): তল্লাশিতে গিয়ে অনেক সময় নানা অভিযোগের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। কখনও তাদের বিরুদ্ধে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে, আবার কখনও এমনটা বলা হয়-মিথ্যা মামলায় পুলিশ ফাঁসিয়েছে। কখনও আবার অন্যায় আচরণ করে প্রমাণের অভাবে পার পেয়ে যায় পুলিশঊ এবার এসবের মোকাবিলায় লালবাজারের নয়া অস্ত্র, বডি ক্যামেরা। তল্লাশিতে যাওয়ার সময় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের শরীরে থাকবে সেই 'অদৃশ্য চোখ'। তাতে রেকর্ড হবে তল্লাশির প্রতিটা মুহূর্ত।

সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশ প্রাথমিকভাবে ১০০টি বডি ক্যামেরা আনছে। হাতে কলমে এর ব্যবহার শিখিয়ে নেওয়ার জন্য থাকবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রায় দু'বছর হয়ে গেল কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এই বডি ক্যামেরার ব্যবহার করে। এবার সে পথেই হাঁটবেন লালবাজারের গোয়েন্দারাও।

সূত্রের খবর, এই ক্যামেরায় ৮ ঘণ্টার কাছাকাছি রেকর্ড করা যাবে। ভিডিয়োর পাশাপাশি অডিও রেকর্ডিংয়েরও ব্যবস্থা থাকবে। এবং তা ৪০ ফুট দূরত্ব থেকেও করা সম্ভব। সব পরিকল্পনা মাফিক এগোলে আগামী ডিসেম্বর থেকেই এই বডি ক্যামেরা ব্যবহার করবে লালবাজার। পুলিশের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে। এই ক্যামেরা এবার বলে দেবে অভিযোগ সত্যি না মিথ্যে।

রাস্তার বেহাল অবস্থা পিত্রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ নভেম্বর।। বেহাল দশায় পরিণত উদয়পুর থেকে পিত্রা হয়ে নিত্য বাজার যাওয়ার রাস্তাটি। গোটা রাস্তায় এত পরিমানে বড় বড় গত আর খানা খন্দ যেখানে সামান্য বৃষ্টি হলেই জম জমে একাকার হয়ে যায়। যার ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে ছোট খাটো দুর্ঘটনা। স্থানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এর দাবরানি খেয়ে পূর্ত দপ্তর থেকে দু-একবার রাস্তার মেরামতি করা হলেও গুণগত মান খারাপ হওয়ার দরুন পুনরায় ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে রাস্তাটি। পূর্ত পাপের ফলে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা জনসাধারণের দুর্ভোগের এখন অন্ত নেই। তাই স্থানীয়রা দাবি করছেন অতি সত্বর যেন বেহাল দশায় পরিণত এই রাস্তাটির সংস্কার করা হয়।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ২২ নভেম্বরের মধ্যে আদালতে রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

হাইকোর্ট জানতে চায় রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কত? কতজন ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছে? রাজ্য ডেঙ্গু আটকাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? সেই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মূল মামলাটি ২০১৭ সালের। সেই মামলায় এদিন আইনজীবীরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাজ্য সরকার ডেঙ্গু রোধে ব্যর্থ। কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এই মামলায় জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করার আবেদন জানান আইনজীবীরা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এই বিশ্ব-ভারতী : রামনাথ কোবিন্দ

শান্তিনিকেতন, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এই বিশ্ব-ভারতী। সোমবার শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষনে একথা বলেন বিশ্বভারতী পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এই বিশ্ব-ভারতী। তিনি এই জায়গাটিকে ধারণার আতুরঘর হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই সারা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণাকে এই স্থান স্বাগত জানিয়েছিল। বিশ্ব-ভারতীর অনন্যতা আমাদের কাছে পুরস্কার-স্বরূপ এবং সারা বিশ্বের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা গর্বিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জায়গায় তাঁর ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে গেছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।